CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-350 ■ 28 September, 2024 ■ আগরতলা ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১১ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বিশ্ব পর্যটন দিবসের অনুষ্ঠানে

ভারত ছাড়া বাংলাদেশের উন্নতি সম্ভব নয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। ভারত ছাড়া বাংলাদেশের অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। উনাদের এই বিষয়টি বুঝা উচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের অবদান, বিশেষ করে ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার লোকদের কথা ভুলে চলবে না, যেভাবে ত্রিপুরার মানুষ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, বলিদান দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এ বিষয়গুলো বাংলাদেশের মানুষদের স্মরণ রাখতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান নিয়ে এই ভাবেই বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। বাংলাদেশের অবস্থা ভালো থাকলে এতদিনে বিমান চলাচল শুরু হয়ে যেত। তবে কবে নাগাদ হবে তা বলা না গেলেও একদিন না একদিন হতেই হবে। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পর্যটন হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিল্প। যার মাধ্যমে বিভিন্ন দিক দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব। দেশ পা রাজ্যের অর্থনীতির উন্নয়নে এই শিল্পের বড় ভূমিকা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রতিটি ক্ষেত্র হোটেল ব্যবসা গাড়ি ব্যবসা থেকে শুরু করে কৃষি হস্তত্যাগ কারুশিল্প এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট হেলথ সেক্টর ইত্যাদি বিষয় যুক্ত রয়েছে। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ও কর্মসংস্থানের মত সুবিধা পেতে পারেন রাজ্যের

মানুষ। তবে তিনি এও জোর দিয়ে বলেন শান্তি না থাকলে কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়। বিশেষ করে পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে হলে শান্তি হচ্ছে প্রধান বিষয়। শান্তি না থাকলে পর্যটকরা আসবেনা। আর পর্যটক না আসলে এই শিল্পের বিকাশ বা উন্নতি সম্ভব না। একইসঙ্গে তিনি আতিথিয়তার বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেন। ওহি রাজ্যের মানুষদের কাছে ত্রিপুরার সম্পর্কে জানাতে হবে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে শান্তির বাতাবরণের খবরটি তবেই দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসবেন। তিনি বলেন রাজ্যে পর্যটন নীতি চালু হওয়ার ফলে বিভিন্ন দিক দিয়ে মানুষের সুবিধা হয়েছে। আগামী দিনে স্বদেশ ওয়ান এর মতন স্বদেশ টু প্রকল্প চালু হলে পর্যটনের উন্নয়নে আরো নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী আরো জানিয়েছেন পুরনো রাজভবনটি সংস্কার করে বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে করা। সেখানে ৫ স্টার হোটেল করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই হোটেলের দায়িত্বে তাজ গ্রুপ যাওয়ার বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে কথাবার্তা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা রাজ্যে আসছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ডুমুর জলাশয় নারকেল কুঞ্জ উনকোটি ছবিমুরা মাতারবাড়ি নীরমহল সহ আরো নতুন নতুন জায়গা চিহ্নিত করে তার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সর্বতোভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে

বিভিন্ন দপ্তরে ১,২৬৭টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। মসিভার বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরে ১,২৬৭টি পদে নিয়োগ ও ১৯৩টি নতুন পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল মসিভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মী সুশান্ত চৌধুরী মসিভার বৈঠকের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, বন দপ্তরের অধীনে ১৯৪ জন ফরেস্ট গার্ড নিয়োগ করা হবে। দপ্তরের উদ্যোগে খুব শীঘই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। রাজস্ব দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২৫৪টি (গ্রপ-সি) শূন্য পদে লোক নিয়োগ করা হবে। এই ২৫৪টি পদের মধ্যে রয়েছে ১৪টি রেভিনিউ ইন্সপেক্টর, জনিয়র সার্ভেয়র ১০টি, তহশিলদার ১৬৪টি, মোহড়ার ৩৭টি এবং আমিন রয়েছে ২৯টি। খাদ্য মী জানান, নির্বাচন দপ্তরের অধীনে প্রোগ্রামার (গ্রপ-বি) নন-গেজেটেড পদে ১ জন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার (গ্রপ-সি নন-গেজেটেড) পদে ২ জন লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত মসিভায় গৃহিত হয়েছে। টিপিএসসি'র মাধ্যমে এই পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। রাজ্য অর্থ দপ্তরের অধীনে ১২টি মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (পিওন) গ্রপ-ডি (নন-টেকনিক্যাল) পদে লোক নিয়োগ করা হবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে ২১৮টি সাব-ইন্সপেক্টর (মহিলা ও পুরুষ) শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে। টিপিএসসি'র মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। জিএ এবং এসএ (ওঙঃ ছঙ) দপ্তরের অধীনে ১৯ জন ড্রাইভার পদে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত মসিভায় নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জিএ এবং এসএ (ওঙঃ ছঙ) দপ্তরের অধীনে ৮৮ জন মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (গ্রপ-ডি) পদে লোক নিয়োগ করা হবে। শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ৩৫২টি পদে প্রি-প্রাইমারি টিচার নিয়োগ করা হবে। টিআরবিটি'র মাধ্যমে এই শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ১২৫টি স্কুল লাইব্রিয়ান পদে লোক নিয়োগ করা হবে। মী জানান, দপ্তরের উদ্যোগে শীঘই এই বিভিন্ন পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। খাদ্য মী আরও জানান, শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ১১৮টি স্নাতকোত্তর শিক্ষক (কম্পিউটার সায়েন্স) পদ সৃষ্টির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মসিভায়। পাশাপাশি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে ৭৫টি জনিয়র পিআই পদ পুনঃসৃষ্টি করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমী জানান, গতকাল মসিভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের অধীনে দূর্গাপুজা উপলক্ষ্যে সারা রাজ্যের ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার রেশন কার্ড হোল্ডারদের বিনামূল্যে ১ কেজি চিনি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদা ঃ চিকিৎসক পরিবারকে হেনস্থার প্রতিবাদে সরব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। বৃহস্পতিবার উদিতি ক্লাবের পক্ষ থেকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে এক ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রমণ করা হয় ডাক্তার সহ তার পরিবারকে। তারই প্রতিবাদে সদর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, চাঁদার জুলুমবাজিতে ডাক্তারকে আক্রমণের ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায়না। রাজ্যে অপরাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার মধ্যে একাংশ ক্লাব যেভাবে চাঁদার জন্য সাধারণ মানুষ এমনকি ডাক্তারদের হেনস্থা হতে হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা জানান তিনি।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হলেন রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক সংসদীয় সায়ী কমিটির সদস্য নিযুক্ত হলেন ত্রিপুরার রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকে থেকে এক বিবৃতিতে খবর জানানো হয়েছে। এই পদে নিযুক্ত হওয়ার রাজীব ভট্টাচার্য্য তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন আমি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমাদের মার্গদর্শক তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রী জে.পি নাড্ডা জিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করার জন্য।

এটা আমার জন্য গর্বের এবং দায়িত্বের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতি ও বিজেপি সমার্থক ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। দুর্নীতি ইস্যুতে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর কটাক্ষ, দুর্নীতির অপর নাম বিজেপি সরকার। সাথে তিনি যোগ করেন, এককথায় দুর্নীতি ও বিজেপি সমার্থক।

এদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে দুর্নীতি ইস্যুতে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর পাশাপাশি নারী নির্যাতন নিয়েও তোপ দাগেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা নারী নির্যাতনের রাজধানী হয়ে উঠেছে। বিজেপি সরকারের অপদার্থতার কারণে সকল স্তরের মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে রাজ্যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরী হয়ে রয়েছে। এরই প্রতিবাদে দুর্গাপূজার মরসুমে আগামী ৩ অক্টোবর সিপিএমের তরফ থেকে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করার সিধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিন শর্রী চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী ও পুর্নবাসন নিয়ে প্রশাসনের উদাসীন মনোভাব নিয়ে কাজ করছে। পাশাপাশি বিদ্যুত নিগমে কাহারম দুর্নীতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এরই প্রতিবাদে সরব হবে সিপিএম। এদিন তিনি বলেন, সম্প্রতি বন্যায় ত্রিপুরা ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। পাশাপশি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই বিপর্যস্ত সময়ে সিপিএমের নেতৃত্বরা রাজনৈতিক রং না দেখে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে বিরোধী দল হয়েও আলাদা সুরে কথা বলে নি। কিন্তু দুর্ভ্যাগের বিষয়, ওই সময় শাসক দলকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় নি। এই দুঃসময়ে বন্যার দুর্গতদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছে শাসক দল বিজেপি। এমনকি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় মাসে পাঁচ বার জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। চুরাইবাড়ি থানার সামনে থেকে বাগবাসা ট্রাইজংশন পর্যন্ত প্রায় ১১ কিমি জাতীয় সড়ক ভগ্ন দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। একাধিকবার সমস্যার কথা জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। গত ছয় মাসে এখনো পর্যন্ত পাঁচবার অবরোধ করা হয়েছে। আজ আবার বাধ্য হয়ে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন এলাকাবাসী। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে , চুরাইবাড়ি থানার সামনে থেকে বাগবাসা ট্রাইজংশন পর্যন্ত প্রায় ১১ কিমি জাতীয় সড়ক বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। বহু বছর যাবৎ কোন প্রকার সংস্কারের কাজ না হওয়ার কারণে রাস্তাটির বেহাল দশায় পরিণত হয়। তাছাড়া, রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন অগণিত এলাকাবাসীকে যাতায়াত করতে হয়। এলাকাবাসী অভিযোগ, রাস্তার বেহাল দশা থাকার কারণে অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ষার মৌসুমে বিদ্যালয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তের ৫ বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর।। দুই নাবালিকাকে ধর্ষন করার অভিযোগে ধর্ষককে পাঁচবছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা ঘোষণা করল আদালত।

২০২৩ সালের ১লা ডিসেম্বর, রাত ১১:৩০ টায় কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদার হেলেনপুর গ্রামে দুই নাবালিকার সাথে শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে। ধর্ষক ডেভিড রিয়াং, ওই দুই নাবালিকা ও তাদের অন্ধ দিদিমার ঘরে প্রবেশ করে এবং নাবালিকাদের ধর্ষন করে। মা-বাবার অনুপস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটে, যা পরের দিন কাঞ্চনপুর থানায় মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়। ওই মামলার নাম্বার ছিল ৫১/২০২৩।

মামলা চলাকালে সরকার পক্ষ ৮ জন সাক্ষী উপস্থাপন করে। বিচার শেষে, বিশেষ আদালতের বিচারক অংশুমান দেববর্মা ডেভিড রিয়াংকে তিনটি ধারায় সাজা দেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮ ধারায় ১ বছরের জেল এবং ১০০০ টাকা জরিমানা, ৩৫৪ ধারায় ৫ বছরের জেল এবং ১০০০ টাকা জরিমানা এবং পক্সো আইনের ৮ নম্বর ধারায় ৫ বছরের জেল ও ১০০০ টাকা জরিমানা ঘোষণা করা হয়।

দশমীঘাটে প্রতিমা ভাসান স্থলের কাজ দেখলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় হাওড়া রিভার ফ্রন্ট উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন দশমীঘাট প্রতিমা ভাসান স্থলের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। আধুনিকতার সঙ্গে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করতে

আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় হাওড়া রিভার ফ্রন্ট উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন দশমীঘাট প্রতিমা ভাসান স্থলের উন্নয়নমূলক কাজ প্রায় শেষের পথে।

আগামী ৮ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হবে এই প্রকল্পের। আজ মেয়র দীপক মজুমদার ,পুর নিগমের কমিশনার ড. শৈলেশ যাদব, কর্পোরেট তুষার কান্তি ভট্টাচার্য্য ,নিতু গুহ দে ও জাহ্নবী দাস চৌধুরী সেই এলাকা পরিদর্শন করেন। এবছর তিনটি ক্রেনের সাহায্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

বিশালগড় থানা পরিদর্শনে গেলেন ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। থানার কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে বিশালগড় থানা এবং বিশালগড় মহিলা থানা পরিদর্শনে গেলেন ডিজিপি সহ জেলা পুলিশ সুপার। এদিন তিনি বিশালগড় মহকুমায় আইন-শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। এদিন তিনি বিশালগড় মহিলারা থানা ওসি শিউলি দাস, বিশালগড় থানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাসপেন্ডেড সাব-ইন্সপেক্টর সৌরভ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই পুলিশ সুপারের এক আদেশ মূলে কল্যাণপুর থানায় কর্মরত সাব ইন্সপেক্টর সৌরভ দাসকে সাসপেন্ড করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অনৈতিকভাবে গাড়ি চেকিং এর নামে বিভিন্ন প্রকারের যানচালকদের হয়রানি করা এবং উৎকোচ আদায় করার অভিযোগে গতকাল কল্যাণপুর জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শারদ্যোৎসবে তিথি স্বল্পতায় চিন্তার ভাঁজ পুরোহিত মহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর।। চারিদিকে এখন দেবী দুর্গার আগমন বার্তা। কিন্তু এবার যেন মা তার বাপের বাড়ী আসতে কিছুটা হলেও রুষ্ঠা। একদিকে ত্রিপুরাতে কয়েকদিন আগে ভয়াবহ বন্যায় হাজার হাজার মানুষ সর্বস্য খুইয়েছেন। অন্য দিকে বঙ্গে রাস্তা ঘাটে স্লোগান উঠছে বিচার পাবে তিলোত্তমা, এরপরে হবে মহালয়া। সবমিলিয়ে পুজোর পরিবেশ যে এবার একদম অনুকূল এমনটা বলা যাবে না। এরমধ্যে তিথি স্বল্পতায় পুরোহিত দের টিকি খাড়া হয়ে গেছে। এতো স্বল্প তিথির মধ্যে কি করে মহাপূজা হবে তা নিয়ে পুরোহিত ঠাকুরদের মধ্যে শুরু হয়েছে শাস্ত্র নিয়ে চুল চেরা

বিশ্লেষণ। কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ীতে তো রীতিমতো পুরোহিতদের প্রশিক্ষণও হয়েছে। এবার ষষ্ঠী থেকে সব পুজোই ভোর রাত থেকে শুরু করতে হবে বলে নিদান দিয়েছেন পন্ডিত সমাজ। নুতন ধুতি কিংবা পায়জামা পাঞ্জাবী, কুর্তা পরে আর মেয়েদের নুতন শাড়ি পরে এবার দেবী দুর্গা কে অঞ্জলি দিতে হবে রীতি অনুযায়ী সকাল সাতটা আটটার মধ্যে।

কোন পুরোহিত পুজো কমিটির চাপে নিরঘন্ট না মানলে সেটা হবে অশাস্ত্রীয়। মহা পুজো হয় মূলত সূর্য্য সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী। কেও কেও পঞ্জিকা বদলের কথা বলে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসরণ করার কথা বলছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পন্ডিত সমাজের মতে এভাবে পঞ্জিকা বদলানো যায় না। কারন মাতৃ আরাধনা হয় কালিকা পুরান, দেবী পুরান ইত্যাদির প্রদর্শীত মত অনুযায়ী। তাই এবার মহা ফাপরে বাড়ির পুজো থেকে শুরু করে ক্লাব সার্বজনীন, বারোয়ারি যাই বলি না কেন, সব পুজো। এবারের দুর্গা পুজোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইং
১১ আশ্বিন শনিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

শান্তিই পর্যটনের মূল সোপান

পর্যটন যে কোন দেশ রাজ্য কিংবা সমাজের অর্থ সামাজিক ব্যবস্থার অন্যতম মূল চাবিকাঠি। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও পর্যটন সমাগমের উপর সংশ্লিষ্ট রাজ্য কিংবা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ বহুলাংশে নির্ভরশীল। পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় শান্তির পরিবেশ বজায় রাখা অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। কেননা শান্তির পরিবেশ না থাকিলে পর্যটকরা আসিবেন না। সেই কারণেই পর্যটন বিকাশের অন্যতম শর্ত শান্তির পরিবেশ। পার্বত্য ঘেরা ত্রিপুরা রাজ্য পর্যটকদের অন্যতম বিচরণ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। একটা সময় ছিল যখন এই রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ ছিল না। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়া আসিয়াছে। শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়ে আসিতেই রাজ্যে পর্যটকদের আগমনের সংখ্যা দারুন ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারি তথ্যেই তাহার প্রমাণ মিলে।

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'

এই সহজ কথা মনে নিয়া চলিলেই যেন সব জটিলতা শেষ হইয়া যায়। একঘেয়ে বদ্ধ জীবন থেকে মাথা তুলিয়া শ্বাস নেওয়ার নামই তো বাঁচিবার মতো বাঁচা। ভিন দেশ, ভিন রাজ্য, ভিন জেলায় ঘুরে বেড়ানো, অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনার খিদে যাঁহাদের তাড়িয়ে নিয়া বেড়ায় আজকের দিনটা তাঁহাদের জন্যই। বিশ্ব পর্যটন দিবস, প্রতি বছর ২৭শে সেপ্টেম্বর পালন করা হয়। এই দিনে সাংস্কৃতিক বিনিময়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক ঐক্য বৃদ্ধিতে পর্যটনের গুরুত্ব উদযাপন করা হয়। এ বছরের থিম 'পর্যটন ও শান্তি' যাহা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সংঘাত ও বিভাজনের যে পরিবেশ চারিদিকে গড়িয়া তোলার প্রবণতা চলিয়াছে, তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ সময়োপযোগী। মহামারী-পরবর্তী বিশ্বে, পর্যটন আবার ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন জোর দেওয়া হইতেছে পরিবেশ-বান্ধব অনুশীলন এবং পর্যটনকে ঘিরিয়া গড়িয়া ওঠা ছোট ব্যবসার উপর। পর্যটকদের কম পরিচিত গন্তব্যগুলিকে আরও প্রচারের আলোয় নিয়া আসিবার কথা ভাবা

হইতেছে। এই বছর আনুষ্ঠানিক বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন জর্জিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে যা এই বছরের জন্য আয়োজক দেশ। দায়িত্বশীল ভ্রমণকে অগ্রাধিকার দিযয়া সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনের ভূমিকা তুলিয়া ধরা

হইবে এই আয়োজনে।

যে কোনও দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পর্যটন। যে স্থানে যত বেশি মানুষ বেড়াইতে যাইবেন, পর্যটকদের সুবিধার জন্য উন্নত মানের পরিকাঠামোও তৈরি হইবে। আর এভাবেই সেই জায়গার পর্যটন শিল্পও ধীরে-ধীরে উন্নত হয়।

যে কোনও দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পর্যটন। তাহার সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও স্থায়ী উন্নয়নও পর্যটনের তাৎপর্য্য তুলিয়া ধরে। আজ, ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়িয়া পালিত হইতেছে বিশ্ব পর্যটন দিবস। এই দিনটি বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে ভ্রমণের উৎসাহ বাড়াইতে, পর্যটকদের আকর্ষণ করিতে এবং পর্যটনকে উন্নত করিবার জন্য সচেতনতা বাড়াইতে পালিত হয়। ভ্রমণ শুধু যে মানুষ নতুন জায়গা, সেখানকার সংস্কৃতি, খাবার ইত্যাদি অন্বেষণ করিবার সুযোগ দেয়, তাহা নয়। পাশাপাশি শান্তির প্রচার করিয়া এবং সেই জায়গার অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। কারণ যে কোনও

জায়গায় বেড়াইতে গেলে আপনাকে হোটেল, খাওয়া-দাওয়া, পর্যটন স্থানের টিকিট ইত্যাদির উপর টাকা খরচ করিতে হয়। এতে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। যে স্থানে যত বেশি মানুষ বেড়াইতে যাইবেন, পর্যটকদের সুবিধার জন্য উন্নত মানের পরিকাঠামোও তৈরি

হইবে। আর এভাবেই সেই জায়গার পর্যটন শিল্পও ধীরে-ধীরে উন্নত হয়।

১৯৮০ সাল থেকে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবসের সূচনা করে। ১৯৭০ সালে এই দিনেই জাতিসংঘ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার স্বীকৃতি পায়। তাই ১৯৮০ সাল থেকে এই দিন থেকেই পালিত হয় বিশ্ব পর্যটন দিবস। বিশ্ব পর্যটন দিবসের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী পর্যটনকে আরও উন্নত করিয়া তুলিয়া এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতাকে তুলিয়া ধরা। তাছাড়া পর্যটনের মাধ্যমে অনেক দেশের আর্থিক উন্নতিও

হইবে।

স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আপাতত বৃষ্টির থেকে রেহাই পাচ্ছেন না বঙ্গবাসী। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। তবে, শুক্রবার সকাল থেকে বৃষ্টি থেমেছে, রোদেরও দেখা মিলেছে, পরক্ষণে আবার মেঘলা হয়ে ওঠে আকাশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে উত্তরবঙ্গে। বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গও। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া স্বস্তিদায়কই। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম।আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে ভেস্তে যেতে পারে পুজোর কেনাকাটা। পুজো মণ্ডপ তৈরিতেও ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এই বৃষ্টি।

হাওড়ায় বন্ধ হয়ে গেল আরও একটি জুটমিল, কর্মহীন বহু শ্রমিক

হাওড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পুজোর মুখে হাওড়ায় বন্ধ হয়ে গেল আরও একটি জুটমিল, কর্মহীন হয়ে পড়লেন বহু শ্রমিক। হাওড়ার দাশনগরের ভারত জুটমিলের পর এবার বন্ধ হয়ে গেল আরও একটি পাটকল। হাওড়ার চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুট মিল বন্ধ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কারখানার নিরাপত্তার অভাবের কারণ দেখিয়ে শুক্রবার সকাল থেকে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছে মিল কর্তৃপক্ষ। ফলে পুজোর আগে কর্মহীন হয়ে পড়ল প্রায় সাত হাজার শ্রমিক। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরের শিফ চলার সময় পুজোর বোনাস নিয়ে মিলের ভিতরে অশান্তির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, সেই সময় মিলের কয়েকটি অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। একাধিক আধিকারিকদের হেনস্থা করারও অভিযোগ ওঠে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। আর এরপরেই নিরাপত্তার অভাবের কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ জুটমিলটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই কারণে শুক্রবার সকালে মিলের বাইরের গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস ঝুলিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।

একজন বিদ্যাসাগর ছিলেন বলে.....

রাজু পারাল

বীরসিংহের সিংহশিশু! বিদ্যাসাগর। বীর! উদ্বেলিত দয়ার সাগর, বীর্যে সুগম্ভীর! সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়, তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়। তিনি ছিলেন বলে "বর্ণ পরিচয়" প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি ছিলেন বলে "বিদ্যাসাগর। সেতু" নির্মিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন বলে। নারী শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল। তিনি ছিলেন বলে বহুবিবাহ ও ব্যলবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীভূত হয়েছিল। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় "বিদ্যাসাগর" কে ছিলেন?। চটজলদি অনেকেই উত্তর দেবেন সমাজ সংস্কারক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বাংলার নবজাগরণ কালের পুরোধা ব্যক্তি, করুণার সাগর... ইত্যাদি ইত্যাদি। জেনে রাখা ভালো, "বিদ্যাসাগর" কোনও ব্যক্তি নন, ওটা তাঁর উপাধি। যা তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে লাভ করেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য। মানুষটির প্রকৃত নাম-"ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"। তথ্যে মেলে, নিজের পদবীকে তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে "শর্মা" লিখতেন অর্থাৎ "ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা"।

কে এই "ঈশ্বরচন্দ্র"? দু'শো বছর পার হয়ে ও যাকে নিয়ে এত মাতামাতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথায়, "... তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপন করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙ্গালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে।"

তবে ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষটিকে মধু কবি মাইকেল মধুসূদন বোধহয় যে উপাচরটি দিয়েছিলেন তাও বেশ গ্রহণযোগ্য-"প্রচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের কর্মোদ্যম ও বাঙালি মায়ের হৃদয় বৃত্তি।" নবজাগরণের পুরোধা ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম নেন মেদনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। সেজন্য কেউ কেউ তাঁকে বীরসিংহ গ্রামে। সেজন্য কেউ কেউ তাঁকে বীরসিংহের "সিংহ শিশু" বলেও অভিহিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের মূল উপাদানগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতীদেবীর কাছ থেকে স্পষ্টবাদীতা, দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, অধ্যাবসায়, শ্রমশীলতা ও নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণগুলি অর্জন করেছিলেন। আর তাতেই তিনি হয়ে ওঠেন প্রাতঃ স্মরণীয়। কাশীতে জনসমক্ষে বাবা-মা'র কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "এঁরাই আমার বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা"। পিতা - মাতার প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা আজকালকার ছেলে-মেয়েদেরও লজ্জা দেবে। মা ভগবতী দেবী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেরণাস্বরূপ। মায়ের কথাই ছিল তাঁর কাছে শেষ কথা। তাই মায়ের ডাকেই এক ঝড় জলের রাত্রে উত্তাল হওয়া দামোদর নদী সাঁতরে পার হন। মায়ের গায়ে ছেঁড়া চাদর দেখে ঈশ্বরের মনে আঘাত লাগে। তথক্ষণাৎ কলকাতা থেকে কয়েকটা গরম জামাকাপড় কিনে গ্রামের বাড়িতে পাঠান। তাতেও ভগবতী দেবী খুশি নন। তিনি আরও জামা কাপড় পাঠাতে বলেন ছেলেকে। কৌতূহলী ঈশ্বরচন্দ্র জেনেছিলেন তাঁর মা গ্রামের গরিব ছেলেমেয়েদের দান করে দিয়েছেন সেগুলি। অশ্রুতে ভিজে যায় তাঁর দু- চোখের পাতা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, "বিদ্যাসাগরের হৃদয় ছিল একদিকে কুসুমের মতো কোমল, অন্যদিকে ব্রজের মতো কঠোর। তিনি যে সামর্থ ও আত্মনির্ভর শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাধারণ বাঙালি চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।"ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র জীবনের কথা উঠলে বলতেই হয় সেই সময়কার তাঁর কঠোর তপস্যার কথা। তাঁর ছাত্রজীবন সর্বকালের, সব দেশের। সকল ছাত্রের আদর্শের বস্তু। যে দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর ছাত্র জীবন অতিবাহিত করেছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর। মাত্র নয় বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে শুরু হয় তাঁর দেদীপ্যমান ছাত্রজীবন। এই কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংস্কৃত সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। বারো বছরের ছেলের মুখে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথাবার্তা শুনে অবাক হোতেন কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকরাও। অনুবাদেও ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন বিশেষ দক্ষ। তাঁর সংস্কৃত থেকে বাংলা বা বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ অন্য চাত্রদের ঈর্ষার কারণ

> *আজ যখন পরিস্থিতির চাপের অজুহাতে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করাটা বাস্তব বলে চালানো হচ্ছে, ব্যক্তিগত লাভ কিংবা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ক্ষমতাবানদের কাছে আত্মবিসর্জন দেওয়াটা স্বাভাবিক হচ্ছে। সে সময়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্র আমাদের সামনে এক সুমহান এবং অমূল্য শিক্ষাদান করে।*

ছিল। হাতের লেখার জন্য ও প্রতি বছর তিনি পুরস্কার পেচেন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতিবিদ্যার অনুশীলনে সে সময়কালে ঈশ্বরচন্দ্রের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। সাহিত্য, দর্শন, অলঙ্কার, পুরাণ, স্মৃতি-সকল বিষয়েই তিনি অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ফলস্বরূপ সংস্কৃত কলেজ থেকেই তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি পান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১ বছর। সংস্কৃত কলেজে পড়বার আগে থেকেই তিনি "বিদ্যার আকর" হয়ে ওঠেন। বইয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসায় পিতা ঠাকুরদাস তাঁকে অনুমতি দেন কলকাতায় বাড়ি কিনতে। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে কলকাতার বাদুড়বাগানে তিনি নতুন বাড়ি কিনে এক অভিনব "লাইব্রেরী" গড়ে ও তোলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সেই লাইব্রেরির কথা পরবর্তীকালে শশিভূষণ বসু নামে এক ব্যক্তি লিখেছিলেন, হবে সেদিনই ভিতরে যাব। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী'কে একবার বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে এমন কোন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পা' খানা তুলিয়া টক করিয়া লাথি মারিতে না পারি।" আর বিদ্যাসাগরের জীবদশায় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখলেন-'আমি কাচে আবৃত শেলফের পুস্তকগুলির প্রতি বার বার তাকাইতে লাগিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "এস বই দেখাই", এই বলিয়া এক একটি শেলফ খুলিয়া বই দেখাইতে লাগিলেন। ইতহাস, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি বিশেষ বিশেষ বিভাগে সজ্জিত করা হইয়াছে।... সমস্ত পুস্তক একই রকমের বাঁধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বিলাতের পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট এইরূপ বলা আছে যে, নতুন ভাল পুস্তক বাহির হইলে তাহারা এই রূপে বাঁধাই করিয়া আমার এখানে পাঠাইবেন। দেখিলাম, আরভিঙের স্কেচ বুক, এই সামান্য দরের পুস্তকখানি ও অন্যান্য দামী পুস্তকের মত বাঁধান হইয়াছে। বইখানি কিনিতে যে খরচ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক। এই সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজির মধ্যে বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সময় যাপন করিতেন। এত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পাশ্চাত্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি কি প্রবল অনুরাগই তাঁহার প্রকাণ্ড লাইব্রেরি প্রকাশ করিতেছে, তখন এই কথাই মনে আসিতে লাগিল। বইগুলি তাঁহার এতই অনুরাগের ও ভালবাসার সামগ্রী ছিল যে, কোন ব্যক্তি ওই লাইব্রেরির বই পড়িতে চাহিলে তিনি তাহা কখনই দিতেন না; এই কথা বলিতেন, উহা দিলে তাঁহার প্রাণে লাগে। উহা না-দিয়া তিনি সে পুস্তক একখানি কিনিয়া দিতেও প্রস্তুত হইতেন।' উল্লেখ্য, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পরম লাইব্রেরী টি লালগোলার রাজার কাছে, বন্ধক ছিল। যা তিনি পরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'কে দান করেন।সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়নের শেষে ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। কারণ ঐ কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহল ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে "পঞ্চাশ" টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। বিদেশ থেকে আসা সাহেবদের বাংলা-হিন্দি, উর্দু ও ফারসি পড়াতেন ঈশ্বরচন্দ্র। পরে (১৮৪৬), সংস্কৃত যোগ দিয়ে বেশ কিছু সংস্কার করেন ঈশ্বরচন্দ্র। কারণ কেবল চাকরি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা। এ নিয়ে রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হলে তিনি ১৮৪৭ সালে চাকরিতে ইস্তফা দেন। রসময় দত্ত সে সময়ে কিছু লোকের কাছে বলেছিলেন- "চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর খাবে কী?" কথাটি কানে এলে বিদ্যাসগর বলেছিলেন, "দত্তমশাইকে বোলো, বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্তু যে চাকরিতে সম্মান নেই, সে চাকরি করবে না।" এমনই বিরল আত্মমর্য্যাদাবোধের অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর। আর একটি ঘটনায় স্পষ্ট হয় তাঁর আত্মমর্য্যাদাবোধ। ১৮৭৪ সালে দু'জন যুবকের সঙ্গে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘর দেখতে যান। সঙ্গে যাওয়া যুবক দুটির পরনে ছিল কোট-প্যান্ট-বুট। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরনে ধুতি সাধারণ চাদর আর পায়ে তালতলার চটি। সঙ্গী দু'জনকে ভেতরে যেতে দিলেও দারোয়ান বিদ্যাসাগরকে চটি খুলে ঢুকতে বলায় তিনি চূড়ান্ত অপমানিত হন। এই খবর সোসাইটির সম্পাদক প্রতাপচন্দ্রের কানে পৌঁছলে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চেয়ে ভেতরে আসতে বলেন। বিদ্যাসাগর যাননি। তিনি বলেন, যেদিন সকলের জন্য এক নিয়ম চালু বলা আছে যে, নূতন ভাল পুস্তক বাহির হইলে, তাহারা এই রূপে বাঁধাই করিয়া, আমার এখানে পাঠাইবেন। দেখিলাম, আরভিঙের স্কেচ বুক, এই সামান্য দরের পুস্তকখানিও অন্যান্য দামী পুস্তকের মত বাঁধান হইয়াছে। বইখানি কিনিতে যে খরচ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক। এই অন্য ছাত্রের ঈর্ষার কারণ ছিল। হাতের লেখার জন্যও প্রতি বছর তিনি পুরস্কার পেতেন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলনে আজ যখন পরিস্থিতির চাপের অজুহাতে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করাটা বাস্তব বলে চালানো হচ্ছে, ব্যক্তিগত লাভ কিংবা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ক্ষমতাবানদের কাছে আত্মবিসর্জন দেওয়াটা স্বাভাবিক হচ্ছে। সে সময়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্র আমাদের সামনে এক সুমহান এবং অমূল্য শিক্ষাদান করে। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

কীভাবে তৈরি হলো লেবাননের ক্ষমতাশালী সশস্ত্র সংগঠন হেজবুল্লাহ

আরবি হেজবুল্লাহ শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তার দল। লেবাননের ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য অংশের নিয়ন্ত্রণ এই শিয়া ইসলামপন্থী সংগঠনটির হাতে। একাধারে রাজনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে হেজবুল্লাহ। সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ গত শতাব্দীর আশির দশকের শুরুতে। সে সময় লেবানন ইসরায়েলের দখলদারত্বের সম্মুখীন হয়েছিল। তবে, এর আদর্শিক বীজবপন হয় আরো আগে, ষাট ও সত্তরের দশকে লেবাননে শিয়া ইসলামিক পুনর্জাগরণের দিনগুলোতে।

২০০০ সালে ইসরায়েল সেনা প্রত্যাহার করে নিলে হেজবুল্লাহর ওপরও নিরস্ত্রীকরণের জন্য চাপ বাড়তে থাকে। তারা সেই চাপ প্রতিহত করে সামরিক শাখা 'ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স' এর সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চালিয়ে যায়। কোনো কোনো দিক থেকে লেবানিজ সেনাবাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায় তারা।

যার প্রমাণ মেলে ২০০৬ সালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়। পর্য্যায়ক্রমে লেবাননের রাজনৈতিক ব্যবস্থারও গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব হয়ে ওঠে হেজবুল্লাহ। এমনকি মন্ত্রিপরিষদে ভেটো দেয়ার ক্ষমতাও তারা বাগিয়ে নিতেও সক্ষম হয়। ইহুদি এবং ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে বোমা হামলা ও নাশকতার অভিযোগ আছে হেজবুল্লাহ বিরুদ্ধে। পশ্চিমা বিভিন্ন রাষ্ট্র, ইসরায়েল, আরব লীগ এবং আরব দেশগুলো তাদের 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে দেখে। কোনো কোনো লেবানিজও হেজবুল্লাহকে দেশের স্থিতিশীলতার জন্য একটা হুমকি মনে করে। কিন্তু, শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগঠনটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। এ সংক্রান্ত আরো খবর: 'রেজিস্ট্যান্স' হেজবুল্লাহ প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন।

১৯৮২ সালে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীর আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণ লেবাননে পাল্টা আক্রমণ চালায় ইসরায়েল।

সে সময় লেবাননের প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংগঠন আমল মুভমেন্ট থেকে সশস্ত্র লড়াইয়ে বেশি আগ্রহী, এমন একটি অংশ বেরিয়ে যায়। 'ইসলামিক আমল' নামে নতুন একটি সংগঠন গড়ে তোলে তারা। নতুন সংগঠনটি ইরানের রেভ্যুলশনারি গার্ডের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সামরিক ও সাংগঠনিক সহায়তা পায়। ফলশ্রুতিতে তারা সবচেয়ে কার্য্যকরী শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যাদের হাতে পরবর্তীতে হেজবুল্লাহ গঠিত হয়। ইসলামিক আমলের মত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ও তার মিত্র, সাউথ লেবানন আর্মি (এসএলএ) এর ওপর হামলা চালায়। অন্যান্য বিদেশি শক্তিও তাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়। ১৯৮৩ সালে মার্কিন দূতাবাস এবং ইউএস মেরিন ব্যারাকে বোমা হামলায় তারা জড়িত ছিল বলে অভিযোগ আছে। ওই হামলাগুলোতে ২৫৮ মার্কিন এবং ৫৮ ফ্রেঞ্চ কর্মী নিহত হন। সেই ঘটনার পরম্পরায় পশ্চিমা শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন।

১৯৮৫ সালে একটি "খোলা চিঠি" প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয় হেজবুল্লাহ। চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্র এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইসলামের মূল শত্রু বলে চিহ্নিত করে তারা। একই সাথে ইসরায়েল মূসলিমদের ভূমি দখল করে আছে বলে মন্তব্য করে দেশটিকে ধ্বংস করার ডাকও দেয়া হয় চিঠিতে। "জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে, মানুষের অবাধ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামিক ব্যবস্থা গ্রহণের" আহ্বানও জানিয়েছিল সংগঠনটি। লেবাননে গৃহযুদ্ধের অবসান এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে তায়েফ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি অনুযায়ী সশস্ত্র সংগঠনগুলোর নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে হেজবুল্লাহ তাদের সামরিক শাখাকে "ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স" অর্থাৎ, ইসলামিক প্রতিরোধ নামে রিব্র্যান্ড (নতুনভাবে রূপায়ন) করে।

ইসরায়েলের দখলদারত্বের অবসান ঘটানোর জন্য "ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স" নিবেদিত বলে জানানো হয়। ফলে, নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ না করে রেখে দেয়ার সুযোগ পায় তারা। বিবিসি বাংলার আরো খবর:

১৯৯০ সালে সিরিয়ার সেনাবাহিনী লেবাননে শান্তি স্থাপনে নিয়োজিত হবার পর, হেজবুল্লাহ দক্ষিণ লেবাননে তাদের গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। একই সঙ্গে লেবানিজ রাজনীতিতেও সক্রিয় হতে শুরু করে তারা। ১৯৯২ সালে সফলভাবে জাতীয় নির্বাচনে অংশও নেয়। অবশেষে ২০০০ সালে ইসরায়েল যখন লেবানন থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের তাড়িয়ে দেয়ার কৃতিত্ব দেয়া হয় হেজবুল্লাহকে। সেসময় আবারও হেজবুল্লাহর নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন উঠলেও সেই চাপ প্রতিহত করে গোষ্ঠীটি এবং দক্ষিণাঞ্চলে নিজেদের সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখে। যুক্তি হিসেবে সেবা ফার্ম ও অন্যান্য বিবদমান এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর উপস্থিতিকে সামনে আনে তারা। ২০০৬ সালে সীমান্তের অপর পাশে হেজবুল্লাহর সশস্ত্র যোদ্ধাদের আক্রমণে আট ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়, অপহৃত হয় দুইজন। এ ঘটনার তীব্র জবাব আসে ইসরায়েলের দিক থেকে। দক্ষিণ লেবানন ও বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলে হেজবুল্লাহর শক্ত অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান। প্রত্যুত্তরে ইসরায়েল অভিমুখে চার হাজার রকেট ছোঁড়ে হেজবুল্লাহ। ৩৪ দিন ধরে চলা ওই সংঘাতে অন্তত ১১২৫ জন লেবানিজ মারা যান, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক। অন্যদিকে, ইসরায়েলে ১১৯ সেনা এবং ৪৫ বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরও হেজবুল্লাহ টিকে যায় এবং পরবর্তীতে আরো শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হয়। সেই থেকে নতুন নতুন যোদ্ধা সংগ্রহ ও অস্ত্রের উৎকর্ষ ঘটিয়ে সামর্থ্য বৃদ্ধি করে চলেছে তারা। বিবিসি বাংলার আরো খবর: 'রাজনৈতিক দর্শন' ২০০৮ সালে লেবাননের পশ্চিমা সমর্থিত সরকার হেজবুল্লাহর নিজস্ব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। গোষ্ঠীটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে বৈরুত বিমানবন্দরের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টাও করে তারা।

এর প্রতিক্রিয়ায় রাজধানীর অনেক অংশের দখলে নেয় হেজবুল্লাহ। লড়াই করতে থাকে সুন্নী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ৮১ জন নিহত হয়, দেশ উপনীত হয় গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। সংঘাত থামাতে সরকার নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটে এবং হেজবুল্লাহর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তি করতে সম্মত হয়। ওই চুক্তি মন্ত্রিসভার যেকোনো সিদ্ধান্তকে ভেটো দেয়ার ক্ষমতা দেয় হেজবুল্লাহ ও তার মিত্রদের।

২০০৯ সালের নির্বাচনে সংসদের ১০টি আসনে জিতে জোট সরকারের অংশীদার হয় গোষ্ঠীটি। ওই বছরের শেষ নাগাদ নতুন এক রাজনৈতিক ইশতেহার সামনে আনেন হেজবুল্লাহর সেক্রেটারি জেনারেল শেখ হাসান নাসরাল্লাহ। যেটিকে সংগঠনের 'পলিটিক্যাল ভিশন' বা রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। আরো পড়তে পারেন: ১৯৮৫ সালের ইশতেহারের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অংশটুকু বাদ পড়ে নতুন ইশতেহারে। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য বজায় ছিল। নিজেদের অস্ত্র রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয় এতে। ২০০৫ সালে গাড়ি বহরে বোমা হামলায় মারা যান লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরি। ২০০৯ সালে নির্বাচনে জিতে তারই ছেলে সাদ হারিরির প্রধানমন্ত্রিত্বে জোট সরকারে অংশ নেয় হেজবুল্লাহ।

কিন্তু, রফিক হারিরির ওপর হামলার ঘটনায় তাদের চার সদস্যকে অভিযুক্ত করা হলে ২০১১ সালে হেজবুল্লাহ ও তার মিত্রদের চাপের মুখে সাদ হারিরির সরকার ভেঙে যায়। মি. হারিরি ছিলেন সৌদি আরব সমর্থিত একজন সুন্নি প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তী সরকারগুলোরও অংশীদার হয়ে থেকেছে হেজবুল্লাহ ও এর মিত্ররা। যেখানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষণীয়। সিরিয়ার যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করলে হেজবুল্লাহর হাজার হাজার সদস্য প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের হয়ে লড়াই করতে যায়। বিশেষ করে লেবানিজ সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলে বিদ্রোহীদের কাছে হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করে দিতে তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে তারা। সিরিয়া ও ইরানের সঙ্গে সখ্যতার কারণে প্রতিপক্ষ আরব দেশগুলোর কাছে চক্ষুশূল হয়ে ওঠে হেজবুল্লাহ। ইসলামিক জীবন ধারার বিস্তার হেজবুল্লাহর অন্যতম অগ্রাধিকার। শুরুর দিকে এর নেতারা লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের শহর-গ্রামে কঠোর ইসলামিক আচরণবিধি আরোপ করতেন। যদিও ওই অঞ্চলের সবার কাছে সেটি জনপ্রিয়তা পায়নি। তবে, হেজবুল্লাহ জোর গলায় বলে, তাদের তৎপরতাকে লেবানিজদের ওপর ইসলামিক সমাজ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অসমে আয়োজিত এডিআরই পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থীদের সাহায্যের লক্ষ্যে ০৬ জোড়া পরীক্ষা স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: অসমে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে নির্ধারিত আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এগজামিনেশন (এডিআরই)পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থীদের সাহায্যের লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ০৬ জোড়া পরীক্ষা স্পেশাল ট্রেন পরিচালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে প্রার্থীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলানো যায়। নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী এই ট্রেনগুলি পরিচালন করা হবে: ট্রেন নং. ০৫১১১ (আলিপুরদুয়ার-কামাখ্যা) ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ২০.১০ ঘণ্টায় আলিপুরদুয়ার থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৪.০০ ঘণ্টায় কামাখ্যা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫১১২ (কামাখ্যা-আলিপুরদুয়ার) ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় কামাখ্যা থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে ২২.৩০ ঘণ্টায় আলিপুরদুয়ার পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৫১১৩ (আলিপুরদুয়ার-গুয়াহাটি) ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায় আলিপুরদুয়ার থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৫.০০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫১১৪ (গুয়াহাটি-আলিপুরদুয়ার) ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৫.৫০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৩.৩০ ঘণ্টায় আলিপুরদুয়ার পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৫১১৫ (হাইলাকান্দি-শিলচর) ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৫.০০ ঘণ্টায় হাইলাকান্দি থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে ০৭.১০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫১১৬ (শিলচর-হাইলাকান্দি) ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় শিলচর থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে ১৭.৪০ ঘণ্টায় হাইলাকান্দি পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৫১২৫ (মরিয়নি-নারেঙ্গি) ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৫.৩৫ ঘণ্টায় মরিয়নি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৫.০০ ঘণ্টায় নারেঙ্গি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫১২৬ (নারেঙ্গি-মরিয়নি) ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় নারেঙ্গি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৩.৩০ ঘণ্টায় মরিয়নি পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৫১২৭ (আলিপুরদুয়ার-নিউ বঙাইগাঁও) ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় আলিপুরদুয়ার থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে ১৮.২০ ঘণ্টায় নিউ বঙাইগাঁও পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫১২৮ (নিউ বঙাইগাঁও-আলিপুরদুয়ার) ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৭.৫০ ঘণ্টায় নিউ বঙাইগাঁও থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০০.৪০ ঘণ্টায় আলিপুরদুয়ার পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫১২৯ (হয়বরগাঁও-গুয়াহাটি) ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৪.০০ ঘণ্টায় হয়বরগাঁও থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে ১৮.০০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫১৩০ (গুয়াহাটি-হয়বরগাঁও) ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে ২০.০০ ঘণ্টায় হয়বরগাঁও পৌঁছবে।

রফতানির খবরে বাংলাদেশে ইলিশের বাজার চড়া, বেশি দামে কিনতে হচ্ছে বাংলাদেশিদের

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে আচমকাই বেড়ে গেল রুপোলি শস্যের দাম, এই দাম বৃদ্ধির জন্য ভারতে রফতানিকেই দায়ী করছেন বাংলাদেশিরা। শুক্রবার, বাংলাদেশে ছুটির দিনে বাড়তি দামে ইলিশ বিক্রি হয়েছে ঢাকার বাজারে। দুই সপ্তাহ আগে যে দাম ছিল, তার চেয়ে অন্তত ৩০০ টাকা বাড়তি গুনতে হচ্ছে ক্রেতাদের।শুক্রবার সকালে ঢাকার কারওয়ান বাজারের আড়ত-সহ আশপাশের খুচরা বাজারে বেশি দামেই বিক্রি হয়েছে রুপোলি শস্য। কারওয়ান বাজারে আড়তের বাইরে খুচরা বাজারে এক থেকে এক কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের কেজি এক হাজার ৬০০ থেকে এক হাজার ৮০০ টাকা। তুলনামূলক ছোট ৮০০ গ্রাম থেকে এক কেজি ওজনের ইলিশের কেজি বিক্রি হয়েছে এক হাজার থেকে এক হাজার ৩০০ টাকায়। আর ২৫০ গ্রাম থেকে ৯০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের কেজি ৬০০ থেকে এক হাজার টাকা।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে ভারতে ইলিশ মাছ রফতানি বন্ধের ঘোষণা করে। এতে মাছের বাজারে কিছুটা স্বস্তি ফেরে। কয়েকদিন তুলনামূলক কম দামে বিক্রি হয় ইলিশ। কিন্তু ভারতের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ইলিশ রফতানির সিদ্ধান্তের ঘোষণা করলে বেড়ে যায় ইলিশের দাম। সেই বাড়তি দামেই চলছে কেনাকাটা।

কানপুরে সাকিবকে স্মরণীয় বিদায় দিতে চায় উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন

কানপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সাকিব আল হাসান। শুধু বাংলাদেশ নয়, ক্রিকেট বিশ্বের আইকন। বৃহস্পতিবার তিনি ১৭ বছরের দীর্ঘ টেস্ট কেরিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা করেছেন।

সেই সাকিব আল হাসান ভারতের মাটিতে নিজের শেষ টেস্ট ঘোষণা করায় তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেবে উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। এই খবর নিশ্চিত করেছেন রাজ্যটির ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সচিব অরবিন্দ কুমার শ্রীবাস্তব। তিনি বলেছেন সাকিব শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তি। তাঁকে বিদায় দিতে, ইতিমধ্যে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি।

”সাকিব ক্রিকেটের একটা ব্র্যান্ড। সাকিব মানেই তো আলাদা কিছু। তার জনপ্রিয়তা আছে বিশ্ব ক্রিকেট জুড়ে। আইপিএল খেলার মাধ্যমে তার জনপ্রিয়তা আছে ভারতেও। তাইতো সাকিবের স্মরণীয় বিদায় দিতে পারাটা হবে উত্তর প্রদেশের ক্রিকেটের জন্য সম্মানের”, বলছেন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব।

MEMORANDUM

In response to PNIET No- 06/EE/WR-III/UDP/2024-25, Dated: 27.08.2024 & DNIeT No. 04/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2024-25, no tender is found during stipulated time for opening of the aforesaid tender i.e, on 17.09.2024 at 3:40 PM, hence the process of this tender is hereby declared as Closed.

ICA/C/1819/24

Er. Rati Rr. Debbarma
Executive Engineer
Water Resource
Division No.III
Udaipur, Gomati,
Tripura

রায়পুরে হাতির আক্রমণে গ্রামবাসীর মৃত্যু, আতঙ্ক গ্রামবাসীরা

গড়িয়াবন্দ, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হাতির হামলায় মৃত্যু হল ছত্তিশগড়ের গড়িয়াবন্দ জেলায় এক গ্রামবাসীর। ঘটনাটি ঘটেছে ফিঙ্গেশ্বর ফরেস্ট রেঞ্জের বাংওয়া গ্রামে।বন দফতরের আধিকারিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার ভোর ৩টার দিকে সোরিদখুর্দের বাসিন্দা কুমার মারকাম (৪৪) মাশরুম (ফুটু) তুলতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন, তখন হঠাৎ করে তিনটি হাতির দল তাকে আক্রমণ করে। হামলায় ঘটনাস্থলেই ওই গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর গ্রামবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বন বিভাগ হাতিদের ব্যাপারে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে। এরপরও গ্রামবাসীরা অযত্নে হাতি উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে ফিঙ্গেশ্বর বনকর্মীসহ পুলিশের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO.08/EE/E-CELL/ARDD/2024-25.
Memo No : F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/24/1178-84

Date: 26/09/2024.

Percentage rate bids in single bid percentage rate tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD -7(Seven) upto 3.00 p.m on 09/10/2024 for DNIT i) 46/EE/E-CELL/ARDD/2023-24 All details can be seen in the office of the Undersigned. For any query please contact 9436969700.

N.B - For details please Visit https://ardd.tripura.gov.in.

ICA/C/ 1824/24

Executive Engineer
Engineering Cell, ARDD.
P.N. Complex, Agartala.

চোরাশিকারিদের হানার শঙ্কা ! জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পুজোর মুখে যে কোনও দিন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের চোরাশিকারিরা গণ্ডার হত্যা করতে পারে। নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা সূত্রে এই খবর আসতেই জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে বন দফতর। আঁটোসাঁটো করা হয়েছে জাতীয় উদ্যানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। জাতীয় উদ্যানের ডিএফও প্রবীণ কাসোয়ান জানান, জেলা পুলিশকেও এই চোরাশিকারের সম্ভবনার ঘটনার কথা জানানো হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ফের ভয়াবহ ভাঙন, গঙ্গায় তলিয়ে যাচ্ছে বাড়ি

মুর্শিদাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে ফের ভয়াবহ ভাঙন শুরু হয়েছে।বৃহস্পতিবার গভীর রাতেই একাধিক বাড়ি-সহ বেশ কিছু বড় বড় গাছ গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে। রাত থেকেই আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন আতঙ্কিত বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে আরও কয়েকটি বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে। গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে বইছে। জলের স্রোতে গঙ্গার পাড় ভেঙে যাচ্ছে ক্রমাগত। রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গঙ্গার জলস্তর যেভাবে বাড়ছে, তাতে বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

তিরুপতি প্রসাদ বিতর্ক ! জগনকে আটকাতে নোটিশ দিল অন্ধ্র পুলিশ

তিরুপতি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদী লাড্ডু বিতর্কে ক্ষোভে ফুঁসছে অন্ধ্রপ্রদেশ। এর মাঝেই শনিবার তিরুপতি মন্দিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন্মোহন রেড্ডি। তাঁকে আটকাতে আসরে নেমেছে অন্ধ্রপ্রদেশের বর্তমান সরকার। সূত্রের খবর, আগামী কাল, জগনকে তিরুপতি মন্দিরে আসতে নিষেধ করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ। জারি করা হয়েছে নোটিসও।

বেতাব ভ্যালিতে ছবি তুলতে গিয়ে বিপত্তি, কাশ্মীরে জলে ডুবে মৃত্যু হুগলির পর্যটকের

শ্রীনগর, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভূস্বর্গে বেড়াতে গিয়ে জলে ডুবে প্রাণ হারালেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার এক পর্যটক। বৃহস্পতিবার রাতে ছবি তোলার সময় পাহাড়ি নদীতে পড়ে যান ওই পর্যটক, পহেলগাম জেলার বেতাব ভ্যালিতে ঘটেছে এই অঘটন। ছবি তোলার সময় ওই পর্যটক আচমকাই নদীতে পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু প্রাণে বাঁচানো যায়নি। মৃতের নাম - দেবব্রত ঘোষ (৫৬)। তিনি হুগলি জেলার বাসিন্দা। পুলিশ এই ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে।

সংসদে দু’’টি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের পদ পেল তৃণমূল, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সদস্য রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে এবার দু’’টি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের পদ পেল তৃণমূল কংগ্রেস। বাণিজ্য ও শিল্প এবং রসায়ন ও সার সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের দুই সাংসদকে। বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। রসায়ন ও সার সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন লোকসভার তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। বৃহস্পতিবার রাতেই লোকসভা এবং রাজ্যসভার সচিবালয়ের তরফে এই বিষয়ে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে স্থান পেয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সদস্য হিসেবে জায়গা পেয়েছেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন রাধা মোহন সিং। প্রথমবারের জন্য সাংসদ হয়েই লোকসভার সংসদীয় কমিটিতে স্থান পেয়েছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। তিনি যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি কমিটির সদস্য হয়েছেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এই কমিটিগুলিতে সদস্যদের নাম ঘোষণার আগে সব দলের দুই সভার নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তারপরেই বৃহস্পতিবার রাতে নামগুলি ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেসের চার সাংসদকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে কয়েকটি স্ট্যান্ডিং কমিটির। যার মধ্যে শিক্ষা, মহিল ও শিশু, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন দিগ্বিজয় সিং। কৃষি, প্রাণীসম্পদ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন চরণজিৎ সিং চান্নি। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন সপ্তগিরি উল্কা ও শশী থারুর হয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন সমাজবাদী পার্টির রাজ্যসভার প্রবীণ সাংসদ রামগোপাল যাদব। কয়লা, খনি ও ইস্পাত সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন অনুরাগ সিং ঠাকুর। ডিএমকের সাংসদ কানিমোঝিকে করা হয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা, খাদ্য ও সরবরাহ বিষয়ক কমিটির চেয়ারপার্সন। বিজেপি সাংসদ রাজীব প্রতাপ রুডি হয়েছেন জলশক্তি বিষয়ক কমিটির চেয়ারপার্সন।

শনিবার অভিনব সিং বিন্দ্রার জন্মদিন

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অভিনব সিং বিন্দ্রা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও অলিম্পিক গেমসে স্বর্ণ পদক বিজয়ী একজন ভারতীয় শ্যুটার। তিনি সাধারণত ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। বিন্দ্রা ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিক গেমসে প্রথম ভারতীয় ক্রীড়াবিদ হিসাবে ব্যক্তিগত ইভেন্টে স্বর্ণ পদক জিতেছিলেন। তিনি একমাত্র ভারতীয় ক্রীড়াবিদ, যিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও অলিম্পিক গেমস উভয় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ জিতেছিলেন। ২০০৮ বেইজিং গেমসের আগে ২০০৬ আইএসএসএফ বিশ্ব শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণ জিতেছিলেন। এছাড়া বিন্দ্রা ২০১৪ কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণ জিতেছিলেন।

তার সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে ২০০০ সালে অর্জুন পুরস্কার, ২০০১ সালে রাজীব গান্ধী খেলরত্ন (ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়া পুরস্কার), ২০০৯ সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করেছিল। এছাড়া ২০১১ সালে ভারতের আঞ্চলিক সেনাবাহিনী তাকে অনারারি লেফটেন্যান্ট কর্নেল সম্মানে ভূষিত করেছিল।

Pre Matric Scholarship

সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

National Scholarship Portal (NSP ২.০) এর মাধ্যমে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি (http://Scholarship. Gov.in) Pre - Matric Scholarship ২০২৪-২৫ ইং এ পাবার জন্য যেসমস্ত OBC ছাত্রছাত্রীরা Online দরখাস্ত করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে Pre-Matric Scholarship সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এই Website: www.obcw.tripura.gov.in https://www.instagram.com/obcwelfaretripura ১ Instagram: Facebook Page: Directorate for Welfare of Other Backward Classes, Govt. of Tripura এর মাধ্যমে অবগত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্রদ্রন্থদ্রত্র আবেদন করার সময়সীমা আগামী ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং পর্যন্ত ধার্য্য করা হয়েছে। (Fresh Renewal)

বিস্তারিত বিবরনের জন্য অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর, গোর্খাবস্তি, এয়ারপোর্ট রোড, আগরতলা যোগাযোগ করা যেতে পারে। দূরভাষ নম্বরঃ- (০৩৮১)২৩২-৯০৩৮, Whatsapp Number - ৮৭২৯৮৯৯৩৩২

ICA/D-978/24

(Rupak Bhattacharjee, TCS-II)
Deputy Director & Hoo
Directorate for Welfare of OBCs

PRESS NOTICE INVITING QUATATION

On behalf of the Udaipur Municipal Council, Udaipur Gomati Tripura the undersigned invites the sealed Quotation(s) from the reputed & Authorized Dealers/Supplier/Farm/Agency/Co-Operative Society for the readymade Specialized Pushcarts for supply of Garbage E-Loader vehicle for smooth running of door to door garbage collection work within Udaipur Municipal Council area.

The interested bidders are hereby requested to submit their Quotation document as per prescribed Format in gola sealed Kham / Envelop by indicating the price in words & figure along with necessary documents and dropped in the Tender Box of the Office of the undersigned by 5th October, 2024 up to 3.00 PM except Govt. Holiday. The same will be opened on 5th October, 2024 up to 4.00 PM in presence of authorized bidders or representative of the bidders if possible.

The details of required materials are as follows:-

Sl. No.	Particulars	Specifications	Quantity	Rate @Rs. in figure	amount (in word)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Supply of Garbage E- Loader with steel body and Lithium battery	PARTICULARS:- • Model: Garbage E- Loader • Front Type: Windshield • Powertrain: 1. Motor: 48V 1200W 2. Controller: 36TB • Suspention: 1. Front Suspension: Telescopic Hydraulic Shocker 2. Rare Suspension: Leaf Spring with hydraulic Shocker • Breaking System: Drum Tyep • Drivetrain: Automatic,3.75x12 • Battery Tyep: Lithium Battery (3 Years Warranty) • Vehicle Load Capacity:1.5 Ton • Vehicle Range: 110 Km • Vehicle Dimension: Length:2800mm Width:1000mm Height: 1800mm • Body Material: Steel • Other Details: Warranty: • Motor: 12 Months • Controller: 12 months • Chassis: 36 Months	02 Nos.		

Quotation will be submitted along with "D-Call" for Rs. 10,000.00 (Rupees ten thousand) only from any schedule Bank in favour of the CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Udaipur Municipal Council as security.

Rate should be quoted in each item in Column - 5 & 6 in figure & words in specific column inclusive all taxes as admissible,

The following document should be enclosed along with quotation like PAN Card, Aadhar Card in self attested & Trade License.

4. Delivery may take minimum 30 (thirty days) days after received of work order.
5. The supply order will be cancel automatically if materials not supplied in due date.
6. The competent Authority may accept or reject any tender without any reason.
7. Tender process may cancel at any time by the Competent Authority.
8. The name of the Udaipur Municipal Council should be displayed in each and every pushcart.

ICA/C/ 1844/24

Chief Executive Officer Udaipur Municipal Council
Udaipur, Gomati District, Tripura.

PNIET NO- 21/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T- 71/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 4384525.00	12-10-2024
2	DNIe-T- 72/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 1699183.00	
3	DNIe-T- 73/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 1606603.00	
4	DNIe-T- 74/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 964331.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/8787790988

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1832/24 .

(Er. R. Bebbarma)
Executive Engineer DWS Division,
Ambassa, Dhalai District, Tripura

Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) For Live Streaming / Web Casting of Mayer Gomon- 2024

Sealed Quotation in two (2) bid system is hereby invited from the resourceful, reliable and experienced agencies / firms or any professional agency for ensuring the execution of real time live streaming / webcasting of entire procession of 'Mayer Gomon'- 2024 in Social media platforms, LED screens of ICA Department & other Departments etc. which is schedule to be held on 14th October, 2024.

Bid can be submitted on any of the working day up to 3.00 PM of 7th October, 2024 in the Directorate of Information & Cultural Affairs.

The detailed information, terms & conditions and bid form may be downloaded from the website www.tripura.gov.in and www.ica.tripura.gov.in. or may be collected from the office of this Directorate of Information & Cultural Affairs during working hours on any of the working day up to 12.00 Noon of 7th October, 2024.

ICA/C/1836/24

Sd/- Director
Information & Cultural Affairs

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIT No.: 03/EE/PD/2024-25 dt. 21-09-2024

The Executive Engineer, Planning Division Agartala Municipal Corporation, Tripura on behalf of the 'Hon'ble Mayor, invites **online percentage rate e-tender** for the following work:

1. Name of work:- Installation of Signage Board for Parking Zone No Parking Zone & One Way road Signage in AMC area
2. Estimated Cost: Rs. 14,65,171.00
3. Earnest Money: Rs. 29,303.00
4. Last date & time for online Bidding: 28-09-2024 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including **online activities should be done** in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
Planning Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T- No: 06/Div-II/AMC/2024--25 Dated:- 24/09/2024

Sl. No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIe-T No:13/DIV-II/AMC/2024-25	Rs. 5,37,613.00	Rs. 10,752.00	60 (Sixty) days
2	DNIe-T No:16/DIV-II/AMC/2024-25	Rs. 9,68,661.00	Rs. 19,373.00	90 (Ninety) days
3	DNIe-T No:17/DIV-II/AMC/2024-25	Rs. 4,61,403.00	Rs. 9,228.00	60 (Sixty) days
4	DNIe-T No:18/DIV-II/AMC/2024-25	Rs. 17,34,615.00	Rs. 34,692.00	90 (Ninety) days
5	DNIe-T No:19/DIV-II/AMC/2024-25	Rs. 7,97,032.00	Rs. 15,941.00	60 (Sixty) days

Last date and time for document downloading/bidding: **09-10-2024 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs.**

Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.

Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

কাজের সন্ধান

স্টেট ব্যাঙ্কে ১৪৯৭ জন স্পেশালিস্ট অফিসার অনলাইনে আবেদনের ভিত্তিতে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বা এসবিআই-তে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক, এমসিএ, এমএসসি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে স্পেশালিস্ট অফিসারপদে ১৪৯৭ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-০৬-২০২৪-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১৪৯৭-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২৩৪টি, এসটি'র জন্য ১১০টি, ওবিসি'র জন্য ৩৯২টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ১৪৭টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৬১৪টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৩২টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন, বয়সের উর্ধ্বসীমা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, এঁদের ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। বিই/ বিটেক / এমবিএ/ সিএ পাশদেরও রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। অনলাইনে পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই কেবলমাত্র ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে অনলাইন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৪ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ এসসিও/ ২০২৪-২৫/১৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। * সিআইএসএফ-এ **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান, ডিরেক্টর**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * জুট কর্পোরেশনে **নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, মাস্টার্স ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * স্টিল অথরিটিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * আইটিবিপি-তে **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮১৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * শিপ বিল্ডার্স-এ **নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট অফিসার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ, এমটেক পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ ও নির্দিষ্ট স্থান কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ ও নির্দিষ্ট স্থান কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনাল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, সিএ পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ বহিঃরাজ্যে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রীয় বীমায় **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউ ১২-১৪ অক্টোবর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। * বহিঃরাজ্যের এয়ারপোর্ট অথরিটির অধীনে **হ্যান্ডিম্যান, র‍্যাম্প সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমাপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ অক্টোবর, প্রার্থীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ২৩২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমএসসি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৯ ফেব্রুয়ারি, আগরতলা সহ সারা দেশে ৪২টি কেন্দ্রে, বিস্তারিত কললেটার ডাউনলোড করে জেনে নিতে হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যের নিট-এ **ফ্যাকাল্টি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমইপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

এক নজরে
চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (সিআইএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ১১৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান, ডিরেক্টর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (জুট কর্পোরেশন)**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, মাস্টার্স ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ৮১৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (শিপ-বিল্ডার্স)**
শূন্যপদ ঃ ১৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ, এমটেকপাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ ও নির্দিষ্ট স্থান কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ ও নির্দিষ্ট স্থান কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনাল (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, সিএ পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ বহিঃরাজ্যে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রীয় বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ৩২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউ ১২-১৪ অক্টোবর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হ্যান্ডিম্যান, র‍্যাম্প সার্ভিস (এয়ারপোর্ট অথরিটি, বহিঃরাজ্যে),**
শূন্যপদ ঃ ২০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমাপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ অক্টোবর,
প্রার্থীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ২৩২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমএসসি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৯ ফেব্রুয়ারি, আগরতলা সহ সারা দেশে ৪২টি কেন্দ্রে, বিস্তারিত কললেটার ডাউনলোড করে জেনে নিতেহবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ-ইয়ার্ড, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ২১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফ্যাকাল্টি (নিট, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমইপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৩,০০০ এপ্রেন্টিস নিয়োগ আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিশেষ করে কানাড়া ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৩০০০ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৪ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতেনা পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিবি/ আরপি/ ২০২৪। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

কানাড়া ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৯-২০২৪-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যকপদ। এছাড়া, শারীরিকপ্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিতশূন্যপদ। মোটশূন্যপদ ৩০০০টির মধ্যে ১৩০২টিপদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতেপারবেন। ৪৭৯টি এসসিপ্রার্থীর জন্য, ১৮৪টি এসটিপ্রার্থীর জন্য, ৭৪০টিপদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ২৯৫টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১১২টিপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতেপারবেন। প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি এন্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিতনীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে ১৫,০০০ টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে। যিনি যে রাজ্যেই পরীক্ষা দেবেন, সেই রাজ্যেই নিয়োগ হবে।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বীমায় ৩২৫ এপ্রেন্টিস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৩২৫ জন নিয়োগ হচ্ছে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, কেন্দ্রীয় বীমা অর্থাৎ নিউ ইন্ডিয়া এ.সি.এল-এ এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৩২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ অক্টোবর, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ১২ থেকে ১৪ অক্টোবরে, কেন্দ্র-আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এন আই এ সি বা নিউ ইন্ডিয়া অ্যাস্যুরেন্সে এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্ত হতে বা চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৯-২০২৪-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৪০ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ৩২৫টি শূন্যপদের মধ্যে এসসিদের জন্য ৩৩টি, এসটিদের জন্য ১৮টি, ওবিসিদের জন্য ৬২টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ২২টি এবং অসংরক্ষিত ১৯০টি। এর মধ্যে আবার ৩৮টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ। অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার থাকবে। এসসি/ এসটি / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের নম্বরের ক্ষেত্রে আবার কিছু ছাড় রয়েছে। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৫ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৫ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। এতে সফল হলে মৌখিক পরীক্ষা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ১২-১৪ অক্টোবরে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

উন্নত ভারত গঠনের সংকল্প পূরণে উত্তর-পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: লোকসভা অধ্যক্ষ

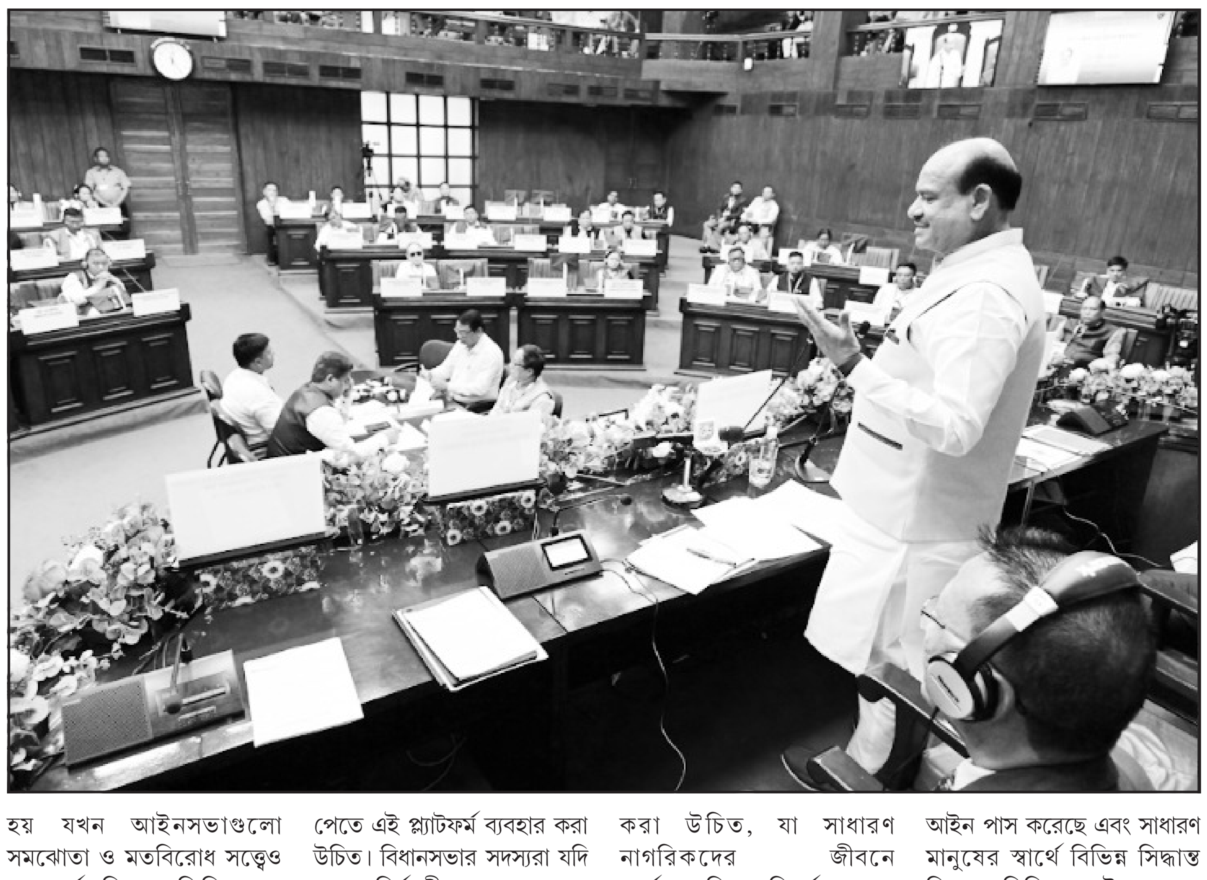

আইজল (মিজোরাম), ২৭ সেপ্টেম্বর : লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা আজ মিজোরাম বিধানসভায় আয়োজিত সিপিএ ইন্ডিয়া জোন-থ্রি এর ২১ তম আঞ্চলিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ, নাগাল্যান্ড বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা সিপিএ ইন্ডিয়া-র জোন-থ্রি অঞ্চল এর চেয়ারম্যান শরিংগাইনলংকুমার , মিজোরাম বিধানসভার অধ্যক্ষ লালবিয়াকজামা এবং মিজোরামের উপাধ্যক্ষ সহ মিজোরাম বিধানসভার সদস্য এবং অন্যান্যরা।

সম্মেলনের থিম, ''গণতান্ত্রিক পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গণতন্ত্রের ফলাফল'' সম্পর্কে ওম বিড়লা বলেন আইনসভার পবিত্রতা এবং স্বচ্ছতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে যা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়ায়। আইনসভার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রিজাইডিং অফিসারদের দায়িত্ব রয়েছেঊ তিনি বলেন যে আইনসভার সদস্যদের আচরণ তাদের কার্যকারিতা অনেকটাই নিশ্চিত করে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ফলপ্রসূ আলোচনা ও পারস্পরিক কথাবার্তা চালানোর ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হয় যখন আইনসভাগুলো সমঝোতা ও মতবিরোধ সত্ত্বেও জনস্বার্থের বিষয়ে সম্মিলিতভাবে আলোচনা সমালোচনায় সামিল হনঊ তিনি বলেন বিধানসভা হল সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে গঠনমূলক আলোচনার প্ল্যাটফর্মঊ তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন জনগণের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা উচিত। বিধানসভার সদস্যরা যদি তাদের নির্বাচনী এলাকায় সাধারণ মানুষের সেবার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে তাহলে আইন প্রণয়নের মানও বাড়বে এবং আইন প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আইনসভার কাজের পরিধি উল্লেখ করে, তিনি উল্লেখ করেন যে তাদের কাজকর্মের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা উচিত, যা সাধারণ নাগরিকদের জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনে। তিনি উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধিরও প্রশংসা করেন। উত্তর- পূর্ব অঞ্চলের আইনসভায় গৃহীত অনেক জনকল্যাণমূলক কাজের প্রসংসা করেনঊ তিনি আরও বলেন যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আইনসভা অনেকগুলি কার্যকরী আইন পাস করেছে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন উন্নত ভারত গঠনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংকল্প পূরণে উত্তর-পূর্ব ভারতের বড় ভূমিকা রয়েছে।

এদিন শ্রী বিড়লা মিজোরাম বিধানসভা লাইব্রেরির আর্কাইভ বিভাগের উদ্বোধন করেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেনঊ

ক পেড় মা কে নাম : ৮০ কোটি চারা গাছ রোপণ করা হয়েছে

মাত্র এক ঘন্টায় রোপণ করা হয়েছে রেকর্ড সংখ্যক ৫ লক্ষ চারা গাছ!

নতুন দিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'এক পেড় মা কে নাম' শীর্ষক অভিযানের সূচনা করেন। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব পালনের সঙ্গে মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানানোর এ এক অনন্য কর্মসূচি। চলতি বছরের ৫ জুন, দিল্লির বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে একটি অশ্বত্থ গাছের চারা রোপণ করে প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। এই উপলক্ষে পরিবেশ রক্ষায় সমবেত প্রয়াসের গুরুত্ব এবং গত এক দশকে বনাঞ্চলের পরিধি বাড়াতে ভারতের উদ্যোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সুস্থিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতের যে প্রয়াস, তার সঙ্গে এই অভিযান সঙ্গতিপূর্ণ।

'এক পেড় মা কে নাম' আসলে এক প্রতীকি উদ্যোগ — নিজের মায়ের জন্য একটি চারা গাছ রোপণ। এর মাধ্যমে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয় : একদিকে যেমন জীবনের পরিচর্যায় মায়েদের ভূমিকাকে সম্মান জানানো হয়, তেমনি এই গ্রহের পরিবেশ রক্ষায় এক কদম এগনো যায়। গাছও আসলে মায়ের মতোই আমাদের সুরক্ষা দেয়, পরিচর্যা করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ গঠন করে।

৮০ কোটি চারা গাছ রোপণ

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানের আওতায় ৮০ কোটি চারা গাছ লাগিয়ে নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য পূরণ করেছে। নির্ধারিত সময়সীমার ৫ দিন আগেই ২৫ সেপ্টেম্বর এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সরকারি সংস্থা, স্থানীয় বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সমবেত প্রয়াসে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

৫ লক্ষেরও বেশি চারা গাছ রোপণ করে বিশ্ব রেকর্ড

কেন্দ্রীয় বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীন টেরিটোরিয়াল আর্মির ১২৮ ইনফ্যান্টি ব্যাটেলিয়ন অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল টাস্ক ফোর্স গত ২২ সেপ্টেম্বর মাত্র ১ ঘন্টার মধ্যে ৫ লক্ষেরও বেশি চারা গাছ রোপণ করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রীর 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানের আওতায় টেরিটোরিয়াল আর্মির 'ভাগিদারি আউর জিম্মেদারি' শীর্ষক উদ্যোগে 'বিশেষ চারা গাছ রোপণ অভিযান'এ জয়সলমিরে এই সাফল্য অর্জিত হয়। লন্ডনের ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস এই কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তা হলো :

এক ঘন্টায় কোনো একটি দলের উদ্যোগে সর্বাধিক চারা গাছ রোপণ

মহিলাদের কোনো দলের উদ্যোগে এক ঘন্টায় সর্বাধিক চারা গাছ রোপণ

কোনো একটি জায়গায় সর্বাধিক মানুষের সমবেতভাবে চারা গাছ রোপণ

এই রোপণ অনুষ্ঠান চলার সময়ে ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ইকোলজিকাল টাস্ক ফোর্সকে এজন্য অন্তর্বর্তী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রকের সমবেত প্রয়াস

প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রক এই উদ্যোগে সামিল হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এই অভিযানের আওতায় স্বাধীনতা দিবসে দেশজুড়ে ১৫ লক্ষ চারা গাছ রোপণ করে। সশস্ত্র বাহিনী, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিরক্ষা সংস্থা এনসিসি ও সহযোগী সংস্থাগুলি এই উদ্যোগে সামিল হয়।

কয়লা সচিব শ্রী ভিএল কান্থা রাও-এর নেতৃত্বে কয়লা মন্ত্রক মিলেনিয়াম পার্কে চারা গাছ রোপণ করে। সারা বছর ধরেই কয়লা মন্ত্রকের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি এই অভিযান চালিয়ে আসছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক তাদের নিজস্ব উদ্যোগে দেশজুড়ে গ্রাম ও শহরগুলিতে প্রায় ৭ হাজার চারা গাছ রোপণ করেছে। 'স্বচ্ছতা হি সেবা' প্রচারাভিযানের আওতায় ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত বিশেষভাবে এই অভিযান চালানো হয়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ এবং আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপ রাও যাদব এই অভিযানে যোগ দিয়ে তার মায়ের স্মৃতিতে একটি আমলা গাছের চারা রোপণ করেন।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী ভগীরথ চৌধুরী হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এগরিকালচারাল এক্সটেনশন ম্যানেজমেন্টে ভার্চুয়াল মাধ্যমে 'এক পেড় মা কে নাম' প্রচারাভিযানে যোগ দেন।

কর্পোরেট বিষয়ক এবং সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী হর্ষ মালহোত্রা নতুন দিল্লির কোটা হাউজে চারা গাছ রোপণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

শ্রী জয়ন্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক এই অভিযানে যোগ দিয়ে দেশজুড়ে প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্র, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনটারপ্রিনিয়ারশিপ অ্যান্ড স্মল বিজনেস ডেভলপমেন্ট, আইটিআই, ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং জন শিক্ষণ সংস্থানগুলিতে ১১ হাজার ৭৭৮টি চারা গাছ রোপণ করে।

পানীয় জল ও নিকাশী ও শৌচ ব্যবস্থা দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক 'স্বচ্ছতা হি সেবা' প্রচারাভিযানের আওতায় এই অভিযানে সামিল হয়। ভারতীয় সেনা বাহিনী, বিমান বাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, সংকল্পতরু এনজিও এবং স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির অংশগ্রহণে এই অভিযান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

প্রযুক্তিগত উত্থান : 'এক পেড় মা কে নাম' অ্যাপ

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এই উপলক্ষে 'এক পেড় মা কে নাম' অ্যাপের সূচনা করেছেন। ব্যবহারকারীরা এই উদ্ভাবনী অ্যাপের মাধ্যমে চারা গাছ রোপণ করে সেটি তাঁদের মায়ের নামে উৎসর্গ করতে পারবেন। সেই গাছের ছবি আপলোড করা, তার লোকেশন ট্যাগিং, তার কার্বন ক্রেডিট ট্র্যাকিং-এর সুবিধাও এই অ্যাপে রয়েছে। এমনকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছের বেড়ে ওঠার উপরেও এই অ্যাপের মাধ্যমে নজর রাখা যাবে।

এক সবুজ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে

'এক পেড় মা কে নাম' আন্দোলন হলো সুস্থিত ও পরিবেশ সচেতন ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ভারতের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। মাকে শ্রদ্ধা জানাবার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকরা সরাসরি এক সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছেন। সারল্য ও আবেগই হলো এই অভিযানের সাফল্যের কারণ।

ভারতীয় খাদ্য নিগম (এফসিআই) সাইলো প্রকল্প দিয়ে মজুত ভান্ডার ও পরিবহন পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করছে

নয়াদিল্লি, ২৭সেপ্টেম্বর, ২০২৪: কেন্দ্রীয় ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের অধীনে খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তর ১০০ দিনের অর্জনের অংশ হিসেবে ভারতীয় খাদ্য নিগম (এফসিআই) সাফল্যের সঙ্গে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারীত্ব (পিপিপি) মডেলের আওতায় নানাবিধ অত্যাধুনিক সাইলো প্রকল্প গড়ে তুলেছে। ভারতের খাদ্য শস্য সরবরাহ শৃঙ্খলের আধুনিকীকরণ, যথোপযুক্ত ও টেকসই মজুতের সুনিশ্চিতকরণ এবং অত্যাবশকীয় সামগ্রীর পরিবহনের ক্ষেত্রে এইসব প্রকল্প একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপকে চিহ্নিত করছে। এফসিআই-এর পরিকাঠামোতে সাম্প্রতিক কালে যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার কৌশলগত অবস্থিতি। এই সাইলো প্রকল্পগুলি একটি 'নকসা, নির্মাণ, আর্থিক, মালিকানা ও কার্যকারীতা' (ডিবিএফওও)-এর উপর গঠিত অথবা 'নকসা, নির্মাণ, আর্থিক, কার্যকারীতা ও হস্তান্তর' (ডিবিএফওটি)-এর উপর ভিত্তি করে বেসরকারী বিনিয়োগ সহ গড়ে তোলা হয়েছে এবং বর্তমানে এগুলি সম্পূর্ণ রূপে চালু অবস্থায় রয়েছে।

এইসব সাইলো প্রকল্পের প্রধানতম বৈশিষ্টপূর্ণ দিকগুলি হল:

১. দারভাঙ্গা সাইলো প্রকল্প (বিহার):

এই প্রকল্পটি মেসার্স আদানি অ্যাগ্রি লজিস্টিক (দারভাঙ্গা) লিমিটেড ডিবিএফওও মডেলের আওতায় গড়ে তুলেছে, প্রকল্পটির মধ্যে রয়েছে ৫০,০০০ মেট্রিক টন মজুতের ক্ষমতা এবং রেলপথের ধারেই এর অবস্থান। ২০২৪-এর এপ্রিলে এটি চালু করার জন্য এর নার্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং বর্তমানে এটি চালু অবস্থায় রয়েছে।

২. সমস্তিপুর সাইলো প্রকল্প (বিহার):

এই দারভাঙ্গা প্রকল্পেরই মতো অনুরূপ, এই সাইলোটি মেসার্স আদানি অ্যাগ্রি লজিস্টিক (সমস্তিপুর) লিমিটেড গড়ে তুলেছে, প্রকল্পটির মধ্যে রয়েছে ৫০,০০০ মেট্রিক টন মজুতের ক্ষমতা। ২০২৪-এর মে মাসে এটি চালু করার জন্য এর নার্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং বর্তমানে এটি চালু অবস্থায় রয়েছে।

৩. সাহনেওয়াল সাইলো প্রকল্প (পাঞ্জাব):

এই প্রকল্পটি মেসার্স লিপ অ্যাগ্রি লজিস্টিক (লুধিয়ানা) লিমিটেড ডিবিএফওটি মডেলের আওতায় গড়ে তুলেছে, প্রকল্পটির ধরণ হল এটির রয়েছে ৫০,০০০ মেট্রিক টন মজুতের ক্ষমতা এবং এটি পাঞ্জাবের স্থানীয় কৃষকদের খাদ্য শস্য মজুত করার কাজ উন্নততর করতে ও মজুত করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কাজে সহায়তা করছে। ২০২৪-এর মে মাসে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. বরোদা সাইলো প্রকল্প (গুজরাট):

২০২৪-এর মে মাসে ৫০,০০০ মেট্রিক টন মজুতের ক্ষমতা সম্পন্ন বরোদা সাইলো প্রকল্প নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করে মেসার্স লিপ অ্যাগ্রি লজিস্টিক (বরোদা) লিমিটেড এবং এই অঞ্চলে শস্য ক্ষমতা এটি বৃদ্ধি করেছে, বর্তমানে এটি চালু অবস্থায় রয়েছে।

৫. ছেহারাট্টা সাইলো প্রকল্প (পাঞ্জাব):

এটি অমৃতসরে অবস্থিত, ৫০,০০০ মেট্রিক টন মজুতের ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্রকল্পটি গড়ে তুলেছে মেসার্স এনসিএমএল ছেহারাট্টা প্রাইভেট লিমিটেড। ২০২৪-এর মে মাসে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, বর্তমানে এই অঞ্চলের কৃষকদের খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও মজুত করার কাজে সহায়তা করছে।

৬. বাটালা সাইলো প্রকল্প (পাঞ্জাব):

এটি গুরুদাসপুরে অবস্থিত, বাটালা সাইলো প্রকল্প গড়ে তুলেছে মেসার্স এনসিএমএল বাটালা প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৪-এর জুন মাসে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫০,০০০ মেট্রিক টন মজুতের ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্রকল্পটি এফসিআই-এর পরিকাঠামোকে আরোও উন্নততর করেছে, এই অঞ্চলের অসংখ্য কৃষককে উপকৃত করছে।

এই সব সাইলো বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবেই বিভিন্ন ধরণের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ পন্থায় ভারতীয় খাদ্য নিগম (এফসিআই)-এর খাদ্য নিরাপত্তা জনিত সক্ষমতাকে সুনিশ্চিত করবে:

১. সম্প্রসারিত মজুত ক্ষমতা
২. উন্নততর সংরক্ষণ
৩. ক্ষতির পরিমান হ্রাস
৪. সামগ্রী বহনে যথোপযুক্ততা ও বিপুল পরিমানে মজুত
৫ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা
৬. মজুত শস্যের উন্নত গুণমান নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা
৭. সুসংহত রেল ও সড়ক পরিবহন সংযোগ সহ নির্মিত
৮. বিপুল পরিমানে সামগ্রী ওঠানো-নামানোর যান্ত্রিক সুবিধা সম্পন্ন নকসা দিয়ে নির্মিত
৯. পরিচালনার কাজে ব্যয় স্বল্পতা

এ ছাড়াও এই সাইলো প্রকল্পগুলি এফসিআই খাদ্য নিরাপত্তাকে আরোও সুনিশ্চিত করতে ও মজুত ক্ষমতাকে উন্নততর করার মাধ্যমে পরিবহনের ব্যয় হ্রাস করার একটি বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবে রূপায়িত করেছে। এই সাইলো প্রকল্পগুলি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

হরিয়ানার সার্বিক উন্নয়ন করতেই পারবে না কংগ্রেস অমিত শাহ

রেওয়ারি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শুক্রবার হরিয়ানার রেওয়ারিতে নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'কংগ্রেস হরিয়ানার সার্বিক উন্নয়ন করতে পারবে না... কিছু মানুষ যারা দলীয় শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে গিয়েছে এবং নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, আমি জনগণের কাছে আবেদন করছি শুধুমাত্র তাঁদের ভোট দিতে যাদের কাছে বিজেপির ''পদ্ম'' প্রতীক রয়েছে।'অমিত শাহ আরও বলেছেন, হরিয়ানায় কংগ্রেসের সরকার ছিল, যা কাট, কমিশন এবং দুর্নীতির উপর চলত। ডিলার, দালাল ও জামাইদের শাসন। বিজেপি সরকারে ডিলার অথবা দালাল কেউই অবশিষ্ট নেই, জামাইয়ের প্রশ্নই নেই। কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করে অমিত শাহ বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে গিয়ে তাঁরা বলে, আমরা সমস্ত সন্ত্রাসী ও পাথর নিক্ষেপকারীদের ছেড়ে দেব। জম্মু ও কাশ্মীরে ৪০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, আমাদের সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন এবং আপনাড়া বলছেন তাদের রেহাই দেবেন। আরে রাহুল বাবা, সাহস থাকলে হরিয়ানায় এসে একই ভাষণ দিন।'

শ্রেষ্ঠ গুণমান সম্পন্ন যোগাযোগের জন্য পরিচিত উত্তর প্রদেশ : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিশ্ব পর্যটন দিবসের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। একইসঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বললেন, শ্রেষ্ঠ গুণমান সম্পন্ন যোগাযোগের জন্য পরিচিত উত্তর প্রদেশ। শুক্রবার সকালে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত খুশি যে, ভারতের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলি শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বকে পর্যটনের দৃষ্টিকোণ থেকে আকর্ষণ করতে সফল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, গত বছর ৪৬ কোটিরও বেশি পর্যটক উত্তর প্রদেশের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং ইকো-ট্যুরিজম অথবা ঐতিহ্যগত পর্যটনের স্থানগুলি পরিদর্শন করেছেন। এই পর্যটকরা উত্তর প্রদেশে শুধুমাত্র পর্যটনের জন্য আসেননি, তাঁরা রাজ্যে কর্মসংস্থান তৈরিতেও একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন।'মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, এখন উত্তর প্রদেশ নিজস্ব মানসম্পন্ন যোগাযোগের জন্য পরিচিত - তা সড়ক যোগাযোগ হোক অথবা ট্রেন সংযোগ কিংবা বিমান যোগাযোগ ও জলপথ যোগাযোগ, আমাদের কাছে এই সবই এখন উপলব্ধ আছে। আমি প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ ২০২৫ সম্পর্কেও মনে করিয়ে দিতে চাই, যা ২০২৫ সালের মকর সংক্রান্তিতে শুরু হবে এবং ২০২৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। আমরা বিশ্বাস করছি, সমগ্র বিশ্ব থেকে ৪০ কোটি ভক্ত আসবেন।'

বিহারের দুই শিক্ষার্থীকে হেনস্থার ঘটনায় গ্রেফতার দুই, মমতাকে আক্রমণ পুনাওয়ালার

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দিতে আসা বিহারের দুই ছাত্রকে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার করা হল দুই অভিযুক্তকে। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের অধীনে বাগডোগরা পুলিশ দু''জনকে গ্রেফতার করেছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি বিশ্বচন্দ ঠাকুর বলেছেন, বিহার থেকে শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দিতে আসা দুই যুবককে হুমকি, নিগ্রহ করার দায়ে দু''জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম - রজত ভট্টাচার্য ও গিরিধারী রায়। উভয়েই শিলিগুড়ির বাসিন্দা।এদিকে, শিলিগুড়িতে বিহারের দুই যুবককে নিগ্রহের ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তিনি শুক্রবার বলেছেন, 'যারা সর্বদা সংবিধানের কথা বলেন, তাঁদের উত্তর দেওয়া উচিত, বিহারীরা বাংলায় গেলে তাঁদের মারধর করা হয় কেন? বাংলায় কি আইন-শৃঙ্খলা অবশিষ্ট নেই? সংবিধান কি সেখানে বাস্তবায়িত হয় না?... তেজস্বী যাদব, যিনি বাংলায় গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকার কী করছে জবাব দেওয়া উচিত...তারা ভারতীয়দের মারছে, কিন্তু রোহিঙ্গাদের নয়। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।'উল্লেখ্য, বিহার থেকে শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দিতে আসা দুই ছাত্রকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই সংক্রান্ত একটি ভিডিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং শেয়ার করেছেন। এরপরই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

বাইকে ট্রাক্টরের ধাক্কা, মৃত দুই ভাই

জয়পুর, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার সকালে শিবদাসপুরা থানা এলাকায় নুড়ি ভর্তি একটি ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি বাইকের ওপর। তাতে বাইক আরোহী দুই ভাই মারা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জেসিবির সাহায্যে ট্রাক্টরের নীচে থেকে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধ তুলে দেয়।

পুলিশ আধিকারিক রঞ্জিত সিং জানান, দুর্ঘটনায় মারা যান ঘাসি কোলি (৩৫) এবং মুকেশ কোলি (২৮) নামে দুই ভাই, তাঁরা থালি চাকসুর বাসিন্দা। দুই ভাই-ই টেলারিংয়ের কাজ করতেন। শুক্রবার সকালে বাইকে করে তাঁরা সীতাপুরে কাজে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার পর ঘাতক ট্রাক্টরের চালক পালিয়ে যায়।

বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় পাতুল গ্রামে ও জলবন্দী গ্রামবাসীরা

হুগলি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে জল নামলেও অবস্থা স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লাগবে। নদী দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চলে রয়েছে একাধিক নদী দ্বারকেশ্বর-মুন্ডেশ্বরী-দামোদর।ডিভিসি''র জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে প্লাবিতের প্রধান কারণ নদী বাঁধে ভাঙন। বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় পাতুল গ্রামে। সেখানেও জল ঢুকেছে। পোল - ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে অনেক গ্রাম। এদিকে, পার্শ্ববর্তী রামমোহন - ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত গ্রামও নতুন করে প্লাবিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে সামতা গ্রামের বাসিন্দা কামালউদ্দিন মল্লিক এ প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, মায়াপুর থেকে গড়েরঘাট যেতে এই অঞ্চলে বাঁধের একাধিক জায়গায় ফাটল সৃষ্টি হতেই এই বিপত্তি। এর ফলে জল রোখা যায় নি। পাতুল, রাধাবল্লভপুর ইত্যাদি গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন নদীবাঁধ মেরামতি হয় নি। নিয়মিত তদারকিও হয় না। সেচ দফতরের কর্তারা এর দায় এড়াতে পারেন না। সোজা দক্ষিণে রামনগর হয়ে দিগরুইঘাট বা রাজহাটি অঞ্চলে যেতেই চক্রপুর। সেখানে একতলা বাড়ি এখনও জলমগ্ন।

বাড়িতে ছাদের মাথায় রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। নিচে নামতেই পারছেন না। অন্যদিকে, হরিশচক, গণেশপুর, নসিবপুরে জল নামলেও আতঙ্ক যায় নি। হুগলি জেলার সীমান্ত শেষে একাধিক নদী মিশেছে। রূপনারায়ন ও শীলাবতী এই প্রান্তে ঘাটালের খুব কাছাকাছি রয়েছে। জল ঢুকে পড়লে বেরোতে সময় লাগে। ততক্ষণে সব শেষ।

দুর্বিষহ অবস্থা ! বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় পাতুল গ্রামেও জলবন্দী গ্রামবাসীরা

হুগলি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে জল নামলেও অবস্থা স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লাগবে। নদী দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চলে রয়েছে একাধিক নদী দ্বারকেশ্বর-মুন্ডেশ্বরী-দামোদর। ডিভিসি''র জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে প্লাবিতের প্রধান কারণ নদী বাঁধে ভাঙন। বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় পাতুল গ্রামে। সেখানেও জল ঢুকেছে। পোল - ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে অনেক গ্রাম। এদিকে, পার্শ্ববর্তী রামমোহন - ১ নম্বর ব্লকেও নতুন করে প্লাবন হয়। সামতা গ্রামের বাসিন্দা কামাল উদ্দিন মল্লিক জানিয়েছেন, মায়াপুর থেকে গড়েরঘাট যেতে এই অঞ্চলে বাঁধের একাধিক জায়গায় ফাটল সৃষ্টি হতেই এই বিপত্তি। এর ফলে জল রোখা যায়নি। পাতুল, রাধাবল্লভপুর ইত্যাদি গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন নদীবাঁধ মেরামতি হয়নি। নিয়মিত তদারকিও হয় না।

সেচ দফতরের কর্তারা এর দায় এড়াতে পারেন না। সোজা দক্ষিণে রামনগর হয়ে দিগরুইঘাট বা রাজহাটি অঞ্চলে যেতেই চক্রপুর। সেখানে একতলা বাড়ি এখনও জলমগ্ন। বাড়িতে ছাদের মাথায় রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। নিচে নামতেই পারছেন না। অন্যদিকে, হরিশচক, গণেশপুর, নসিবপুরে জল নামলেও আতঙ্ক যায় নি। হুগলি জেলার সীমান্ত শেষে একাধিক নদী মিশেছে। রূপনারায়ণ ও শীলাবতী এই প্রান্তে ঘাটালের খুব কাছাকাছি রয়েছে। জল ঢুকে পড়লে বেরোতে সময় লাগে। ততক্ষণে সব শেষ।

গাজিয়াবাদে মেডিকেল সরঞ্জামের ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর

গাজিয়াবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি মেডিকেল সরঞ্জামের ফ্যাক্টরিতে। বৃহস্পতিবার রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ ওই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১০টি ইঞ্জিন। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে গাজিয়াবাদের মোদীনগরে অবস্থিত একটি মেডিকেল সরঞ্জামের ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। দমকলের ১০টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।

এফএসও অমিত চৌধুরী বলেছেন, দমকল কর্মীরা অক্লান্ত চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এনেছেন। আগুন ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর।

কল্যাণপুর বাজারে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর: শুক্রবার সকাল থেকে কল্যাণপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে স্বচ্ছতা ই সেবা কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে কল্যাণপুর বাজার এলাকা সাফাই করা হয়।এই সাফাই অভিযানে সামিল হন কল্যাণপুরের বর্তমানে বিডিওর দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী বিডিও প্রশান্ত চক্রবর্তী, কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, বাজার কমিটির সম্পাদক অসীম দেব রায়, চন্দন মজুমদার প্রমুখ।এডিশনাল বিডিও প্রশান্ত চক্রবর্তী বলেন একটি এলাকা যাতে স্বচ্ছ ও সুন্দর থাকে তার জন্য সবাই কে এগিয়ে আসতে হবে। গত ১৭ তারিখ থেকে এই স্বচ্ছতা ই সেবা কর্মসূচি চালু হয়েছে। কল্যাণপুর বাজারে কিছু ব্ল্যাক স্পট নির্ধারিত করে তার মেগা ক্লিন করতেই শুক্রবার এর এই বিশেষ অভিযান। পুজোর মুখে সরকারী তরফে বাজার সাফাই হওয়াতে ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ সবাই খুব খুশি।

মন্ত্রীসভায়

● প্রথম পাতার পর

২ কেজি ময়দা এবং ৫০০ গ্রাম সুজি প্রদান করা হবে। এতে করে রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৬ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ভোক্তারা এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন বলে মী জানান। তিনি আরও জানান, প্রতিবছরই দপ্তরের উদ্যোগে রেশন কার্ড ভোক্তাদের ভুর্তুকি মূল্যে পণ্য দ্রব্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এবছর বন্যা পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আসন্ন দুর্গাপূজায় বিনামূল্যে এই পণ্য সামগ্রী ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে ভোক্তাদের প্রদান করা হবে। তিনি আরও জানান, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণী) যা ৪০০ টাকা ছিল, তা বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করার প্রস্তাব মসিভায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের কৃষি কলেজে একজন পূর্ণ সময়ের জন্য অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্যও মসিভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খাদ্যমী জানান, নজরুল কলাস্থিত রাজ্যের একমাত্র টিএফটিআই (টেজ)-কে আপগ্রেডিং করার লক্ষ্যে একজন পরামর্শদাতা নিয়োগ করার অনুমোদন মসিভায় দেওয়া হয়েছে। খাদ্য মী জানান, রাজ্যের নিজস্ব একটি লোগো/প্রতীক নির্ধারণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মকের কাছে পাঠানোর জন্য মী সভায় অনুমোদন দিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য মী সুশান্ত চৌধুরী মসিভার সিদ্ধান্তের বাইরে খাদ্য দপ্তর সম্পর্কিত কিছু সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি জানান, সারারাজ্যে খাদ্য দপ্তরের অধীনে ৬২৫ জন শ্রমিক রয়েছে। তাদের সবাইকে পূজার বোনাস উপলক্ষ্যে ২ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হবে। খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। খাদ্য মী আরও জানান, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর স্টেট লেভেল সেমিনার অন কনজিওমার প্রোটেকশান আয়োজন করা হবে। সেখানে রাজ্যের সব কাগজের রেশন কার্ডগুলিকে পিভিসি কার্ডে রূপান্তরিত করার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে। পাশাপাশি দপ্তরের উদ্যোগে ভোক্তা সংবাদ যা প্রতি তিনমাসে একবার ভোক্তাদের জনসচেতনতায় প্রকাশ করা হবে এবং একটি তথ্য চিত্রের সূচনা করা হবে বলে মী জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারি প্রমুখ।

সড়ক অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের আরও অভিযোগ, এ বিষয়ে একাধিকবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জানানো হলে কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই আজ এলাকাবাসী পথ অবরোধে বসেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।
এদিকে খবর পেয়ে অবরোধস্থলে ছুটে গিয়েছেন প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব :** ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** **নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** **বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রয়াত বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট কবি-সাংবাদিক বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, শোক সর্বত্র

শিলচর (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : না-ফেরার দেশে চলে গেছেন বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট কবি-সাংবাদিক বিজয়কুমার ভট্টাচার্য। ইহলোকের মায়া সাঙ্গ করে আজ শুক্রবার ভোররাতে পরলোকে গমন করেছেন বিজয়। আজ শুক্রবার ভোর পাঁচটায় শিলচর শহরের হাসপাতাল রোডের অরুণকুমার চন্দ লেনের ভাড়াটে বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্ত্রী শিখা ভট্টাচার্য, একমাত্র কন্যা শিল্পী ভট্টাচার্য, নাতনি সৃষ্টি কুমার, জামাতা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের। কিছুদিন আগে বিজয় ভট্টাচার্য্যের একমাত্র ছেলের আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর মৃত্যুতে কবি-সাংবাদিক-লেখক সহ বুদ্ধিজীবী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। একমাত্র ছেলের মৃত্যুর পর থেকে তিনি শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। এর মধ্যে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। তাঁর মৃত্যুর খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে গোটা বরাক উপত্যকা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে।
সকালেই বিজয় ভট্টাচার্য্যের ভাড়া বাড়িতে ছুটে যান শিলচর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শংকর দে, বরিষ্ঠ সাংবাদিক চয়ন ভট্টাচার্য, প্রণবকুমার দাস, বিশ্বজিৎ নাথ সহ অন্য বহু সাংবাদিক সহকর্মী, বুদ্ধিজীবীরা।
বিজয় ভট্টাচার্য্যের মরদেহ শিলচর প্রেস ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রেস ক্লাবে প্রয়াতকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শংকর দে, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর সাজ্জাদুল হক চৌধুরী, ঈশান বাংলার চিফ এডিটর চয়ন ভট্টাচার্য, গতি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক বিশু দত্তচৌধুরী, প্রবীণ সাংবাদিক তমোজিৎ ভট্টাচার্য, অ্যাকাউন্টেন্ট নান্টু ঘোষ, বরিষ্ঠ সাংবাদিক অভিজিৎ ভট্টাচার্য, সাংবাদিক মখছদুল আলম চৌধুরী, মৃদুলা ভট্টাচার্য, অনিরুদ্ধ লস্কর, অজিত দাস, ছাত্র সংগঠন আকসা-র উপদেষ্টা রূপম নন্দীপুরকায়স্থ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ-এর কর্মকর্তা তথা বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী মনোজ দেব, বরাক নাগরিক সংসদ-এর কর্মকর্তা সঞ্জিত দেবনাথ, সাংবাদিক উত্তমকুমার সী, উত্তম সরকার, প্রণব দাস, গৌতম তালুকদার, বিশ্বজিৎ নাথ প্রমুখ। এছাড়া বহু সামাজিক কর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কাছাড় জেলা ই-মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, বার্তাজীবী সংঘ সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা।
প্রয়াত কবি-সাংবাদিক-লেখক বিজয় ভট্টাচার্য সাংবাদিকতার জীবনে দৈনিক সোনার কাছাড়, দৈনিক প্রান্তজ্যোতি, দৈনিক যুগশঙ্খ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে শেষের দিকে দৈনিক গতিতে সিনিওর সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বরাক উপত্যকার একজন প্রথমসারির কবিও ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে কাছাড় কলেজ, রাধামাধব কলেজে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। এছাড়া নরসিং স্কুলেও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন বিজয় ভট্টাচার্য। তাঁর অসংখ্য কবিতা রচনা রয়েছে। বেশ কয়েকটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হলেও কুড়ি হাজারের বেশি রচিত কবিতা অপ্রকাশিত আছে বলে জানা গেছে। কবিতা রচনার মধ্যে বিজয় ভট্টাচার্য সমগ্র বরাক উপত্যকায় নিজেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থানের স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম ব্যক্তিত্ব।
তাঁর কবিতা রচনার মুন্সিয়ানার জন্য উচ্চস্তরের প্রশংসা কুড়িয়েছেন সর্বত্র। দুর্দান্ত সাহসিকতার নিদর্শন হিসেবে সমাজের বাস্তব চিত্র কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরতে পিছপা হননি কখনও। আগাগোড়া স্পষ্টবাদী বিজয় ভট্টাচার্য একজন সুবক্তা ছিলেন।
কবি-সাংবাদিক বিজয় কুমার ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন সাংবাদিক বিকাশ চক্রবর্তী, তমোজিৎ ভট্টাচার্য, আশু চৌধুরী, মনজুর আহমেদ বড়ভুইয়াঁ, অমল লস্কর, রত্নদীপ দেব, বহুভাষিক জাতীয় সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নিউজ এডিটর তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক সমীপকুমার দাস, বিশ্বজিৎ আচার্য, মিলন উদ্দিন লস্কর, সমীরণ চৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় দাস সহ বহুজন।
এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ শিলচর শ্মশানে প্রয়াত কবি-সাংবাদিক বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন তাঁর অনুরাগী, সহকর্মী, বোদ্ধামহলের বহুজন।

জলমগ্ন মণ্ডপ, চিন্তায় পুজো উদ্যোক্তারা

মেটেলি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লাগাতার বৃষ্টির জেরে চিন্তায় মেটেলির পুজো উদ্যোক্তারা। মেটেলিতে বৃষ্টির জেরে গত দুদিন ধরে মণ্ডপ তৈরির কাজ বন্ধ ছিল।জানা গেছে, একটানা বৃষ্টির জেরে মেটেলি ব্লকের একাধিক পুজো মণ্ডপ প্রাঙ্গণ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দুর্গা পুজো কমিটিগুলি চিন্তায় পড়েছে সময়ের মধ্যে মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ করার ব্যাপারে।

"৫০ দিন পরেও সমাজের অন্ধকার কেটেছে বলে আমি মনে করি না", তোপ দীপ্তেন্দ্রর

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "আর জি কর নিয়ে আমাদের সন্দেহ মিথ্যা ছিল না। যাঁদের সন্দেহ করা হয়েছিল, সিবিআই তাঁদেরই ডেকেছে। কিন্তু ৫০ দিন পরেও সমাজের অন্ধকার কেটেছে বলে আমি মনে করি না।" শুক্রবার এসএসকেএম হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে জুনিয়র ডাক্তারদের আলোচনাচক্রে এই মন্তব্য করেন চিকিৎসক দীপ্তেন্দ্র সরকার। তিনি বলেন, "সিবিআইয়ের দেওয়া খামের তথ্য দেখে প্রধান বিচারপতিও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ওই খামে মৃত্যুর তথ্য রয়েছে। খামে কী রয়েছে তা নিয়ে যদি তিন-চার মিনিট উনি কিছু বলতেন, তা হলে পশ্চিমবঙ্গের ১০ কোটি মানুষের বিচলিত হওয়ার কারণ কিছুটা কমত।"

বিধাননগর বাজার থেকে বাইক চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ১, উদ্ধার চারটি বাইক

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাইক চুরির অভিযোগের তদন্তে নেমে গ্রেফতার এক। ঘটনায় উদ্ধার হল ৪টি বাইক। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি জানালেন কার্শিয়াঙের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়।গত ১৯ সেপ্টেম্বর ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগর বাজার থেকে বাইক চুরির ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয় বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রে।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা নিতেশ হেমব্রমকে গ্রেফতার করা হয়।ধৃতের হেফাজত থেকে ৪টি মোটরসাইকেল উদ্ধার হয়।এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে কার্শিয়াঙ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় জানান, বাইক চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চোপড়া থেকে ধৃতকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে এনে ৪টি বাইক উদ্ধার করা হয়েছে

সৌরভ দাস

● প্রথম পাতার পর

তৈরি হয় এবং একটা সময়ে অনলাইনে উৎকোচ গ্রহণ করার পর সেই টাকা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর বাবু।
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তথ্যসমৃদ্ধ আকারে সংবাদ পরিবেশিত হওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। অবশেষে আজ অর্থাৎ শুক্রবার এক আদেশ মূলে খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার সাব ইন্সপেক্টর সৌরভ দাসকে সাসপেন্ড করে অনতি বিলম্বে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পর্যবেক্ষণে থাকার নির্দেশ জারি করেছেন।এর পাশাপাশি সাব-ইন্সপেক্টর এর ঘুষ কাণ্ডে সাথে থাকা এসপিও জওয়ান বিকাশ দাসের বিরুদ্ধেও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে খবর।

জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

ত্রান সামগ্রী বিলি করতেও দলবাজি লক্ষ্য করা গিয়েছে।
তাঁর কথায়, বিগত সিপিএম সরকারের আমলে দূর্গাপূজার আগে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক কাজের ব্যবস্থা করা হত। যাতে, গ্লামীন মানুষ সুন্দর মুহুর্তের মধ্যে দিনগুলি কাটাতে পারে। ততালীন সময়ে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে উতাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু, বর্তমান সময়ে গ্রামে কাজ, খাদ্য ও বাসস্থানের অভাব রয়েছে। গ্রামগুলিতে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। তাই সিপিএমের তরফ থেকে পুজোর আগে গ্রামে কাজের ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি, বেকারদের জীবন নিয়ে চরম ছিনিমিনি খেলছে বিজেপি সরকার। তাতে হাজার হাজার মানুষের জীবন নস্ট হচ্ছে। রাজ্যের বেকারত্ব চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অনিয়ম দেখা গিয়েছেএদিন তিনি বলেন, সম্প্রতি বন্যায় ত্রিপুরা ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। পাশাপশি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই বিপর্যস্ত সময়ে সিপিএমের নেতৃত্বরা রাজনৈতিক রং না দেখে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে বিরোধী দল হয়েও আলাদা সুরে কথা বলে নি। কিন্তু দুর্ভ্যাগের বিষয়, ওই সময় শাসক দলকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় নি। এই দুঃসময়ে বন্যার দুর্গতদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছে শাসক দল বিজেপি। এমনকি ত্রান সামগ্রী নিলি করতেও দলবাজি লক্ষ্য করা গিয়েছে।
তাঁর কথায়, বিগত সিপিএম সরকারের আমলে দূর্গাপূজার আগে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক কাজের ব্যবস্থা করা হত। যাতে, গ্লামীন মানুষ সুন্দর মুহুর্তের মধ্যে দিনগুলি কাটাতে পারে। ততালীন সময়ে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে উতাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু, বর্তমান সময়ে গ্রামে কাজ, খাদ্য ও বাসস্থানের অভাব রয়েছে। গ্রামগুলিতে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। তাই সিপিএমের তরফ থেকে পুজোর আগে গ্রামে কাজের ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি, বেকারদের জীবন নিয়ে চরম ছিনিমিনি খেলছে বিজেপি সরকার। তাতে হাজার হাজার মানুষের জীবন নস্ট হচ্ছে। রাজ্যের বেকারত্ব চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। জাল পিআরটিসি করে বহি:রাজ্যের যুবকরা ত্রিপুরায় সরকারী চাকরি পেয়ে যাচ্ছে।
তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। বর্তমানে, ত্রিপুরা নারী নির্যাতনের রাজধানী হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক ঘটনার সাথে শাসক দল বিজেপির লোকরা জড়িত রয়েছেন। নিগো বানিজ্য, নারী নির্যাতন সহ একাধিক কর্মকান্ডে শাসক দলের লোকরা জড়িত রয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমস্ত ঘটনা জানার পরও পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

পুরোহিত মহলে

● প্রথম পাতার পর

ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, সব গুলো তিথিই পড়েছে রাতে বলে জানালেন পুরোহিত স্বপন ভট্টাচার্য। কিন্তু রাতে তো দুর্গা পূজার বিধান নেই।
রাতে হোম, যজ্ঞ, কল্পারম্ভ কিছুই করা যাবে না। তাই সকালের দিকে যেটুকু তিথি পরেছে তার মধ্যেই পুজো সারতে হবে। তবে কি মা এবার তার ভক্ত দের পুজো গ্রহণ করবেন না? কারণ বিশিষ্ট পুরোহিতরা বলছেন খুব ছোট্ট করে, স্বল্প সময়ে, যেটুকু না করলেই নয় এভাবে মায়ের পুজো করতে হবে। ছাড় দিতে হবে অনেক ক্রিয়া কর্মের। ষষ্ঠীর ভোর রাতেই প্রস্তুত করে রাখতে হবে ষষ্ঠী, সপ্তমী ও সন্ধিপুজোর সমস্ত জোগাড়। প্রত্যেক পুজো মণ্ডপে তাই মায়ের কাজ করার কর্মী বাড়াতে হবে। তা সে পুরুষই হোক কিংবা মহিলা। অন্যান্য বার যেমন দেখি ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বোধন ও ষষ্ঠী পুজো হয় এবারের তিথি সেই রকম না।
এবার ষষ্ঠী পূজার বোধন পঞ্চমীর সন্ধ্যেতেই করে নিতে হবে। অর্থাৎ ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার। ষষ্ঠীর দিন অর্থাৎ ৯ অক্টোবর বুধবার সকাল ৭:৩২ মিনিটে ষষ্ঠী ছেড়ে দেবে। সেই কারণে ষষ্ঠীর দিন সকালে ভোর চারটে তে উঠে ষষ্ঠী পুজোয় বসতে হবে। এই দিনই সন্ধ্যে বেলা আমন্ত্রণ ও অধিবাস করতে হবে। সপ্তমী পুজোর ভোজ্য সামগ্রী ও মহাস্নান এর দ্রব্যাদি ষষ্ঠীর ভোর রাতেই সব ঠিকঠাক করে রাখতে হবে কারণ ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার মহা সপ্তমী তিথি সকাল ৭:২৫ মিনিটের মধ্যেই শেষ।
সপ্তমী পুজোয় বসতে হবে ব্রাহ্ম মুহূর্তে। সাড়ে চারটে থেকে পাঁচ টার মধ্যে নব পত্রিকা স্নান ও প্রবেশ স্থাপন করতে হবে। পুরোহিতরা বারবার বলছেন পুজো হবে এবার সংক্ষিপ্ত। এমন কি যারা পুষ্পাঞ্জলি দেবেন তাদের হাতে বারবার ফুল বেলপাতা দেবার ও সময় থাকবে না। ১১ অক্টোবর শুক্রবার মহা অষ্টমী ও মহা নবমী তিথি একদিনে পরেছে। কেবল ভোর ৬:৪৮ মিনিট পর্যন্ত অষ্টমী। সকাল ৭:১২ এর মধ্যে সন্ধি পুজো ও শেষ করতে হবে।
তাতেই বুঝা যায় ভোরের কোন সময় পুজোয় বসতে হবে। এতো ভোরে এই রাজ্যের বেশিরভাগ মণ্ডপে কেও থাকেনই না। কিন্তু পুজো করতে হলে ভোর তিনটে থেকে মণ্ডপে সবাই কে থাকতে হবে। পুরোহিত একা তো সব কিছু করতে পারবেন না। সকাল ৬ টার মধ্যে অষ্টমী পুজো শেষ করে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। সকাল ৯:২৪ এ মহা নবমী লেগে যাবে। তাই নবমীর পুজো ও ভোর আরতি অষ্টমী দিনেই করে নিতে হবে। ১২ অক্টোবর শনিবার সকাল ৫:৪৪ মিনিট পর্যন্ত নবমী। এরপর ই দশমী তিথি। এবার দেবীর দোলায় আগমন। যার ফল মরক, মহামারী। আবার দেবীর গমন ঘোটকে। যার ফল ছত্রভঙ্গস্তূরঙ্গমে। সম্বৎসরে মা একবারই আসেন মর্ত্য বাসী দের কাছে। সব দুঃখ ভুলে এই কটা দিন মানুষ মা কে নিয়ে মেতে থাকতে চায়।
তাই তিথি স্বল্পতা যেন মানুষ এর উৎসব আনন্দে কোন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেটাই সবাই কামনা করে। হোক না অষ্টমীর অঞ্জলি ভোর বেলা। ভোর বেলাতেই নুতন কাপড় পরে ভক্ত রা অঞ্জলি দেবে। পাঁজির তিথি তো আর বদলানো যাবে না। শিউলি এখনো তেমন ভাবে না ফুটলেও বন্যা কবলিত নদী তীরে কাঁশ তো জানান দিচ্ছে মায়ের আগমনী।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। ২০২৩-২৪ সালে রাজ্যে দেশের পর্যটকের সংখ্যা ছিল চার লাখ ৭০ হাজারের উপর বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৭৬ হাজারের উপর তাতেই বুঝা যায় রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা কিভাবে বাড়ছে। রাজ্যের উৎপাদিত বহু সামগ্রী রয়েছে যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে। এই বিষয়েও পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া পর্যটকদের কাছে রাজ্যের বৃষ্টির সংস্কৃতি এবং ট্রেডিশনাল কালচার তুলে ধরার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে দেখছে সরকার। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় এবং রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হওয়ায় পর্যটন এখন ত্রিপুরার অর্থনীতির অন্যতম ভবিষ্যৎ হয়ে উঠছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে শান্তি বেড়াতে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি। অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন পর্যটন এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ শান্তির চায়। এই বিষয়টি কি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজানোর যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাও তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যের পর্যটন এর ব্র্যান্ড এম্বাসেডর সৌরভ গাঙ্গুলীর পাঠানো দশ লাখ টাকা রাজ্যে বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ত্রাণ কাজে লাগানো হয়েছে। তিনি এও বলেন কেন্দ্রীয় ট্যুরিজম রাজ্যের আলপনা গ্রামকে বেস্ট ভিলেজ হিসেবে চিহ্নিত করে পুরস্কৃত করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস পর্যটন দপ্তরের সচিব টিকে দেবনাথ নিগমের এমডি প্রশান্ত বাদল নেগী। অনুষ্ঠানে বন্যায় দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে যারা নিজের জীবন বাজি রেখে এগিয়ে এসেছেন তাদেরকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এছাড়া রাজ্যের পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী দেরও সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ট্যুরিজম নিগমের কর্মীরা ২৫ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান্ত বলে দান করেন। সবশেষে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য সহ অন্যান্যরা।

রাজীব ভট্টাচার্য

● প্রথম পাতার পর

বিষয়। আমি এই দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পালন করার অঙ্গীকার করছি।

তেলিয়ামুড়াতে জি-নেক্সট মডেল স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য নজির গড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরার একটি শান্ত গ্রামে, গ্রামীণ রূপান্তরের একটি অনুপ্রেরণামূলক গল্প উন্মোচিত হচ্ছে, যার নেতৃত্বে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র রবি চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী পূরবী চৌধুরী। একত্রে, তারা সুবিধাবঞ্চিত এবং সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে ব্যবধান দূর করার এবং গ্রামীণ ভারতে শিক্ষার শহুরে মান আনতে একটি মিশন শুরু করেছে।
তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ২০১১ সালে তেলিয়ামুড়ার পশ্চিম হাওয়াইবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত জি-নেক্সট মডেল স্কুল ধারণ করা হয়েছে। একটি সুস্পষ্ট মিশন: টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা।
বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যালয়ে দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীরা রয়েছে যারা বিনা বেতনে বেসরকারি এই স্কুলে পড়াশোনা করছে। যা ত্রিপুরার রাজ্যে মধ্যে অন্যতম। জি-নেক্সট মডেল স্কুলটি পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি এবং আশেপাশের গ্রামগুলির শিশুদের আন্তর্জাতিক-মানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা মূলত এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের দ্বারা অধ্যুষিত। তারা বিশ্বাস করে যে উচ্চ-মানের শিক্ষার অ্যাক্সেস গ্রামীণ রূপান্তরের চাবিকাঠি, এবং তাদের স্কুলের লক্ষ্য শুধুমাত্র চাকরিপ্রার্থী তৈরি করা নয় বরং প্রকৃত পরিবর্তন-প্রস্তুতকারক-ব্যক্তি যারা তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের নেতা এবং উদ্ভাবক হয়ে উঠবে।
জি-নেক্সটকে যা আলাদা করে তা হল অন্তর্ভুক্তির প্রতি প্রতিশ্রুতি। বিদ্যালয়টি শিক্ষার অধিকার আইনের ১২(১)(সি) বিধানের অধীনে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করে, এটি নিশ্চিত করে যে গুণগত শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিতদের কাছে কোনো খরচ ছাড়াই অ্যাক্সেসযোগ্য। অবশিষ্ট ছাত্রদের প্রতিষ্ঠাতাদের নিজস্ব শিক্ষা-ভিত্তিক কোম্পানীর দ্বারা উতন্ন তহবিলের মাধ্যমে সমর্থন করা হয়, যা স্কুলের আর্থিক স্থায়িত্বেও অবদান রাখে।প্রতিষ্ঠার পর থেকে, জি-নেক্সট মডেল স্কুল ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ একাডেমিক সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে সমস্ত ব্যাচ ত্রিপুরা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষায় ১০০ু পাসের হার বজায় রেখেছে, যা উচ্চ শিক্ষাগত মানের প্রতি স্কুলের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

অফিসটিলা নতুন টাউন হলে সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষন মাস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ সেপ্টেম্বর: শুক্রবার সকালে বিশালগড় অফিসটিলা নতুন টাউন হলে সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস উদযাপন এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এই কর্মসূচি উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরে প্রদীপ প্রজ্জলন করা হয়।
এই সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ দিবসে গর্ভবতী মহিলা দের হাতে পোষন কিট তুলে দেওয়া হয় এবং অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের মন্ত্রীর হাত ধরে দেওয়া হয় সংবর্ধনা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জৈশওয়াল, সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক উত্তম কুমার দাস, জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত সহ অন্যান্যরা।

বিলোনিয়াতে জেলাভিত্তিক জাতীয় এ্যাপ্রেন্টিস প্রচার যোজনার অন্তর্গত এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর: জাতীয় এ্যাপ্রেন্টিস প্রচার যোজনার অন্তর্গত জেলাভিত্তিক একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আজ বিলোনিয়া আইটিআই অর্থাৎ শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য স্কিল ডাইরেক্টরেট এর উপ-অধিকর্তা দেবাশীষ বর্মন, শিল্প বি নিয়োগ কেন্দ্র দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেনারেল ম্যানেজার হিমাদ্রি শেখর দেবনাথ, বিলোনিয়া আইটিআই এর অধ্যক্ষ সোমরাজ মজুমদার সহ অন্যান্য অতিথিগন।
এই একদিনের কর্মশালা বা প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকার দ্বারা বিভিন্ন সুবিধা সমূহ আইটিআই উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের এবং দক্ষিণ জেলার ছোট বড় শিল্পপতিরা যাতে নিজেদের রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করতে পারেন তাই ভারত সরকার এই যোজনার নাম দিয়েছেন নেপস অর্থাৎ ন্যাশনাল এ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রমোশন স্কিম। এক্ষেত্রে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা রেজিস্ট্রেশন করবেন তারপর নিজেদের পছন্দমত পোস্টে কোম্পানিতে আবেদন করবেন, এক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মকর্তারা তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং একটা চুক্তিপত্র তৈরি করবেন এই চুক্তিপত্রে যদি প্রার্থীরা সমস্ত শর্তে রাজি থাকে তবেই চুক্তিপত্র চূড়ান্ত হবে,এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন বিলোনিয়া আই টি আই এর অধ্যক্ষ সোমরাজ মজুমদার।

ডিজিপি

● প্রথম পাতার পর

ওসি সনজিৎ সেন, বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল দত্তের সাথে কথাবার্তা বলেন। শারদীয় দুর্গোৎসবে আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং সমস্ত দর্শনার্থীরা যেন বিশালগড় মহকুমায় শান্তিপূর্ণ ভাবে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারে তার জন্য বিশালগড় থানা পুলিশ ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

হচ্ছে শান্তি

● আটের পাতার পর

সবচেয়ে বড় ভূমিকা যে শান্তি এই বিষয়টিও তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন টুর অপারেটর, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ এই শান্তির শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। পতাকা নেড়ে এই শোভাযাত্রাটি সূচনা করেন রাজ্যপাল পর্যটন মন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা। শ্বেত মহল থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এই মরসুমের প্রথম তুষারপাত উত্তর সিকিমে

গ্যাংটক, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিশ্ব পর্যটন দিবসেই সিকিমে তুষারপাত। শুক্রবার ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে শুরু হয়। বরফাচ্ছন্ন উত্তর সিকিমের লাচেন ছাঙ্গু লেক সহ চোপতা ভ্যালি। অল্প সময়ের মধ্যেই সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে যায় সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকা। এক আশ্চর্য সন্ধিক্ষণের সাক্ষী অনেকেই। শারদোৎসবের প্রাক্কালে অনন্য ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ছাপ চোখেমুখে সমস্ত পর্যটকদের। এদিকে, আতঙ্ক পথঘাট বরফে ঢাকা পড়ে গেলে বেড়ানোর আনন্দ শেষে বাড়িতে ফেরা মুশকিল। অন্যদিকে, একটানা বৃষ্টিতে পাহাড়ের নানা সমস্যা তুঙ্গে। ধস নেমেছে পাহাড়ী রাস্তায়। সিকিম নিকটে প্রতিবেশী দার্জিলিং। মিরিকে বাড়ি ভেঙে পড়েছে। কালিম্পংয়ে বিদ্যুৎ এর খুঁটি উপড়ে গিয়ে বিদ্যুৎহীন বহু এলাকা। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্বেতিঝোরা এবং বিরিকদাড়াতে সমস্যা চরমে। তিস্তা নদীতে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে জল। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মহানন্দা নদীতে জল স্ফীতি। ফুলবাড়িতে লকগেট খোলা। সতর্কবার্তা জারি করেছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। দুধিয়া, পানিঘাটা ও সুখিয়াপোখরিতে টানা বর্ষণে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়কপথেই বিচ্ছিন্ন। বৃষ্টি চলছেই পাহাড় ও সমতলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব জানান, কন্টোল রুম খোলা হয়েছে এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও প্রস্তুত।

অনূর্ধ ১৫ বালিকা ক্রিকেটারদের প্রি-সেশন ক্যাম্পে ৪৪ জনকে ডাকা হলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ বালিকা ক্রিকেটারদের প্রি-সেশন ক্যাম্পে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ৪৪ জন অনূর্ধ ১৫ গার্লস ক্রিকেটারদের ২০২৪-২৫ বছরের জন্য আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পে অংশ নিতে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর বেলা বারোটায় নরসিংগড় স্থিত পিটিএ গ্রাউন্ডে খেলোয়াররা রিপোর্ট করবে বলে টিসিএ সচিব এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

প্রাথমিক বাছাইকৃত তথা শিবিরে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলো: সদরের অস্মিতা রায়, সাক্ষী বার্মা, অনুভা পাল, ক্রিস্টিনা রেমা, উক্তি দাস, মোনালি শর্মা, রিমসা কর্মকার, মৃত্তিকা চৌধুরী, অভিজ্ঞা বর্ধন, ফুলেশ্বরী দেবনাথ, স্নেহা নোয়াতিয়া, সোনাক্ষী ভৌমিক, মুনমুন বনিক। বিশালগড়ের অনুষ্কা শীল, দীপ্তি মারাক, সৃজিতা মজুমদার, শ্রাবন্তী চৌধুরী, পূর্বা চৌধুরী।

মোহনপুরের ভাবনা দেব, মোনালিসা দে, কোয়েল সরকার। কমলপুরের রিয়া দাস। জিরানিয়ার নিকিতা দেবনাথ।

শান্তির বাজারের এলিজা দেববর্মা, অঙ্কিতা পাটারি, নিশিকা দেববর্মা, রুমা দেববর্মা, রবিনা দেববর্মা। উদয়পুরের এঞ্জেল পাল, ঋষিতা সূত্রধর।

অমরপুরের তামান্না দাস। বিলোনিয়ার শ্যামাশ্রী সেন। লংতরাই ভ্যালির সাহিলি দেববর্মা, কৃষ্ণা দেববর্মা, নেদ্রিনা বড়ুয়া, উৎকর্ষী মজুমদার, পূজা বিশ্বাস, প্রতীক্ষা দে। ধর্মনগরের স্বস্তিকা তেলি, কৈলাশহরের জান্নাত উল নাইমা, তেলিয়ামুড়ার তানিয়া দেব। এবং মধুমিতা সরকার, স্নেহা সরকার ও রেবিকা নোয়াতিয়া। কোচ তপন কুমার দেব, মাম্পি দেবনাথ। ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ ও ট্রেইনার বাপি বিশ্বাস।

শ্যামসুন্দর চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগে টাউনকে হারিয়ে সুপারে লালবাহাদুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুপার লিগে খেলা নিশ্চিত করেছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। দুর্দান্ত জয়, ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে। হারিয়েছে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী টাউন ক্লাব কে। এই জয়ের সুবাদে লাল বাহাদুর মূল পর্ব অর্থাৎ সুপার লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। পক্ষান্তরে সুপার ফোর অধরা টাউন ক্লাবের। নয় ম্যাচ থেকে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার পাঁচটিতে জয় ও দুটিতে ড্র রাখার সুবাদে ১৭ পয়েন্ট এবং গোল ব্যবধানের নিরিখে দ্বিতীয় শীর্ষস্থান পেয়ে সুপার লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আজ, শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলের অন্তিম দিনের প্রথম খেলায় আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময় গোলশূন্য ড্র তে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লাল বাহাদুরের দুরন্ত স্ট্রাইকার রিচার্ড ভানলাল থোয়ামার গোলে লাল বাহাদুর এক গোলে লিড নেয়। পরবর্তী সময়ের খেলা ক্রমশঃ জমজমাট পর্যায়ে পৌঁছলেও দ্বিতীয় গোলের সন্ধান আর কেউ পায়নি।

এক গোলে জয় ছিনিয়ে সুপার লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয় লাল বাহাদুর। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, আদিত্য দেববর্মা, বিপ্লব সিংহ, রক্তিম সাহা।

পয়েন্ট তালিকা : এ ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
এগিয়ে চল	৯	৮	১	০	১৮-৬	২৪
রামকৃষ্ণ ক্লাব	৯	৫	২	২	১৭-১০	১৭
লালবাহাদুর	৯	৫	২	২	১৮-১১	১৭
ব্লাডমাউথ	৯	৫	৩	১	১৮-৯	১৬
নাইন বুলেটস	৯	৫	৩	১	১৬-৯	১৬
টাউন ক্লাব	৯	৪	৪	১	১৭-১২	১৩
জুয়েলস অ্যা:	৯	২	৫	২	৯-১৪	০৮
ফরোয়ার্ড	৯	১	৪	৪	১৬-২২	০৭
ফ্রেন্ডস ইউ:	৯	২	৭	০	৯-২৬	০৬
ত্রিবেণী সংঘ	৯	১	৭	১	১১-৩০	০৪

চন্ডিগড়ে অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ক্রিকেটে অস্মিতার নেতৃত্বে চূড়ান্ত রাজ্য দল

পয়েন্ট তালিকা : এ ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
এগিয়ে চল	৯	৮	১	০	১৮-৬	২৪
লালবাহাদুর	৯	৫	২	২	১৮-১১	১৭
রামকৃষ্ণ ক্লাব	৯	৫	২	২	১৭-১০	১৭
ব্লাডমাউথ	৯	৫	৩	১	১৮-৯	১৬
নাইন বুলেটস	৯	৫	৩	১	১৬-৯	১৬
টাউন ক্লাব	৯	৪	৪	১	১৭-১২	১৩
জুয়েলস অ্যা:	৯	২	৫	২	৯-১৪	০৮
ফরোয়ার্ড	৯	১	৪	৪	১৬-২২	০৭
ফ্রেন্ডস ইউ:	৯	২	৭	০	৯-২৬	০৬
ত্রিবেণী সংঘ	৯	১	৭	১	১১-৩০	০৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটে ত্রিপুরা দল ঘোষণা করা হয়েছে। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট চূড়ান্ত দলের নেতৃত্বে অস্মিতা দাস। ডেপুটির ভূমিকায় অস্মিতা দেবনাথ। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট চূড়ান্ত দল জয়পুর থেকে আগামীকাল সাপোর্ট পার্সোন্যালদের সঙ্গে চন্ডিগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। বিসিসিআই আয়োজিত অনূর্ধ ১৯ জাতীয় মহিলা ক্রিকেটের খেলা ১ থেকে ৮ অক্টোবর চন্ডিগড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দলটি হলো : অস্মিতা দাস (ক্যাপ্টেন), অস্মিতা দেবনাথ (ভাইস ক্যাপ্টেন), অভিধা বর্ধন, দেবশ্রীতা চৌধুরী, গিয়া মন্ডল, সায়ন্তিকা নমঃ দাস (উইকেট কীপার), পূজা তপন দাস, ভূমিকা নায়েক, পারমিতা চক্রবর্তী, প্রিয়া সরকার, মধুমিতা সরকার, তানিয়া দেব, মৌমিতা সাহা (উইকেট কীপার), রিফু দেববর্মা, অন্তরানী নোয়াতিয়া। সাপোর্ট পার্সোন্যাল হিসেবে রয়েছেন ম্যানেজার অলিভিয়া সিনহা, অবজার্ভার পিকলু রায়, লজিস্টিক ম্যানেজার অমিত বণিক, কোচ শ্রাবণী দেবনাথ, অনুপ কুমার দাস, পীযূষ দেব। ফিজিও মিষ্টি দেব, ট্রেইনার সুখেন্দু দে। এছাড়া, প্রস্তুতির জন্য জয়পুর সফরকালে দলে থাকা আরও পাঁচজন অনুষ্কা শীল, অদিতি দাস, সুস্মিতা তেলি, সুস্মিতা বসাক, সুপ্রিয়া দাস-কে স্ট্যান্ড বাই খেলোয়ার হিসেবে রাখা হলেও টিসিএ-র উদ্যোগেই তারা আগামীকাল আগরতলায় ফিরে আসবে। টিসিএ থেকে সচিব সুব্রত দে চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

পর্যটনের প্রধান শর্তই হচ্ছে শান্তি : রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: পর্যটনের প্রধান শর্তই হচ্ছে শান্তি। আর শান্তি না থাকলে পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশ সম্ভব নয়। বিশ্ব পর্যটন দিবসে এবছরের ভাবনা হল 'পর্যটন ও শান্তি'। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আহবান জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা নাল্লু। আজ উজ্জয়ন্ত প্রসাদ প্রাঙ্গনে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে পর্যটন নিগম আয়োজিত সাইকেল রেলি ও শান্তির শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে একথা বলেন তিনি। সাদা বেলুন উড়িয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও পর্যটন নিগমের এমডি প্রশান্ত বাদল নেগী। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেন পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও গ্রামে গ্রামে মেলা কে ঘিরে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসতো। সময়ের সঙ্গে তার পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ এখন ঘর থেকে বের হচ্ছেন নতুন নতুন জিনিস দেখা ও জানার জন্য। ওখানকার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, খাওয়া দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ, কৃষি কাজ বন্যপ্রাণী দেখা ও প্রতিপালনের বিষয়টি সম্পর্কে জেনে নিজেকে এর সঙ্গে যুক্ত করছেন। এভাবেই পর্যটন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। পর্যটকদের থাকার জন্য হোটেলের ব্যবস্থা হচ্ছে। তাতে করে কর্মসংস্থান ও রোজগার বাড়ছে। এইভাবেই পর্যটন একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। তবে এই শিল্পের উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরী শান্তি। ঘর, গ্রাম ও রাজ্য যদি শান্তি না থাকে তাহলে পর্যটনশিল্প ভেঙে পড়বে। এই প্রসঙ্গে তিনি মনিপুরের বিষয়টিও তুলে ধরেন।

রাজ্যপাল বলেন, শান্তি থাকলে সেই রাজ্যের পর্যটন যেমন এগিয়ে যাবে সেই সঙ্গে মানুষের রোজগার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ত্বরান্বিত হবে। তিনি বলেন ত্রিপুরা বেশিরভাগ অংশই ট্যুরিজম স্পট। গোলাবরী নদীর চেয়ে গোমতী কোন অংশে কম নয়। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে তার পরামর্শ ছোট ছোট গ্রামে ও ব্লক লেভেলে কুটির স্থাপন করা। মানুষ কাজের জন্য এসে যাতে এই সমস্ত সানে থাকতে পারেন। সেই সঙ্গে ইকো ট্যুরিজমেরও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। সংস্কৃতিতে একটি প্রবাদ রয়েছে অতিথি ভব। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে পর্যটকদের আত্মীয়তার ওপর জোর দিতে হবে। পরিশেষে তিনি বলেন নিজে জানুন, অন্যকে জানাতে সাহায্য করুন।

অনুষ্ঠানের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, পর্যটন দিবস উপলক্ষে রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তবে মূল অনুষ্ঠানটি হবে রবীন্দ্র ভবনে। তিনি বলেন রাজ্যে ভয়াবহ বন্যায় যারা শহীদ হয়েছে তাদের পরিবারের সঙ্গে দপ্তরে যুগসূত্র তৈরি করা প্রয়াস রেখেছে এবং যারা দুর্গতদের রক্ষার কাজে সাহায্য করেছেন তাদের এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হবে। এছাড়া ত্রিপুরায় পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সৌরভ গাঙ্গুলী বন্যার ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ১০ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে তা পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং বিকাশের ক্ষেত্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলের ধাক্কায় পা হারালেন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: রেলের ধাক্কায় পা হারালেন এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে রানীবাজার এলাকায়। রেল লাইনের উপর থেকে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। মহিলার ছেলে জানিয়েছেন, বাড়ির পাশেই রেল লাইন থেকে ওই মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের কাছে ফোন আসে, ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেখতে পান উনার মা রেল লাইনে পড়ে আছেন। উনার দুটি পাই কাটা পড়েছে রেলে। তড়িঘড়ি তাকে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে ওই মহিলার। কিন্তু কেন তিনি রেল লাইনে গেছিলেন সেই বিষয়ে পরিবারের কেউই কিছু বলতে পারছেন না।

তিনদফা দাবিতে খোয়াইয়ে বাম ছাত্র যুবদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৭ সেপ্টেম্বর:মূলত তিনদফা দাবির ভিত্তিতে শুক্রবার বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে খোয়াই শহরে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের এই প্রতিবাদ কর্মসুচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক। তিনি বলেন, গোটা রাজ্যব্যাপী বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে বাম ছাত্র যুব সংগঠন প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। মূলত বেকারদের স্বার্থে সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে, আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে চাকুরী প্রদান বন্ধ করতে হবে, মাঝপথে আটকে থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়া অবিলম্বে সম্পন্ন করে বেকার যুবক যুবতীদের নিয়োগ করতে হবে।

৯.৮৪ লক্ষ পরিবারকে বিনামূল্যে সুজি ময়দা ও চিনি বিতরণের সিদ্ধান্ত: খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর : ত্রিপুরায় ৯.৮৪ লক্ষ পরিবারকে বিনামূল্যে ৫০০ গ্রাম সুজি, ২ কেজি ময়দা ও ১ কেজি চিনি বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তার জন্য রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে ৬.৮৪ কোটি টাকা। গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানালেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পুর নিগম এলাকায় যে সমস্ত ভোক্তাদের রেশন কার্ড ই-কেওয়াইসি করা আছে তাদের পিভিসি রেশন কার্ড প্রদান করা হবে।

এদিন তিনি বলেন, সম্প্রতি রাজ্য একটি প্রলয়ঙ্করী বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বন্টনে হাত বাড়িয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ বা গৃহহীন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত করার জন্য ৯.৮৪ লক্ষ পরিবারকে অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে কার্ড পিছু অতিরিক্ত ১০ কেজি চাল বিতরণের ঘোষণা দিয়েছে।পাশাপাশি, রেশন কার্ডধারী ভোক্তাদের বিনামূল্যে ৫০০ গ্রাম সুজি, ২ কেজি ময়দা ও ১ কেজি চিনি বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সারা রাজ্যের রেশন শপে আসন্ন উৎসবের মাসে ৪৯২ মেট্রিক টন সুজি; ১৯৬৮ মেট্রিক টন ময়দা এবং ৯৮৪ মেট্রিক টন চিনি রাজ্য সরকার রেশন কার্ডধারীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করবে। তার জন্য ব্যয় হবে ৬.৮৪ কোটি টাকা। এদিন তিনি আরও বলেন, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে একটি রাজ্য স্তরের কর্মসূচির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পিভিএস রেশন কার্ড চালু হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পুর নিগম এলাকায় যে সমস্ত ভোক্তাদের রেশন কার্ড ই-কেওয়াইসি করা আছে তাদের পিভিসি রেশন কার্ড প্রদান করা হবে।

দিনদুপুরে এক ব্যক্তিকে মারধোর এবং প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর : দিন দুপুর পার্থসারথি ভৌমিক নামে সোনামুড়ার এক সি এসসি সেন্টারে মালিককে মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয় এক যুবক। ওই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য গোটা এলাকা জুড়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোনামুড়া গার্লস স্কুল স্থিত পার্থসারথি ভূমিকের সিএসসি সেন্টারে মিঠুন মিয়া নামে যুবক কোন একটি কাজের জন্য যায়। সেখানে আগে থেকেই অনেকজন লোক তাদের কাগজপত্র বিভিন্ন কাজ নিয়ে বসেছিল। হঠাৎ এই অভিযুক্ত মিঠুন মিয়া ওইখানে গিয়ে তাকে তার কাজ আগে করে দেওয়ার জন্য ধমকি দিতে থাকে সেই না করাতে তাকে প্রাণে মেরে ফেলা হুমকি দিয়ে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। পরবর্তী সময় পার্থসারথী ভূমি সোনামুড়া থানায় এবং মহকুমা শাসকের নিকট একটি অভিযোগ দায়ের করেন।দিন দুপুরে এইভাবে একটি সরকারি সিএসসি সেন্টারে ঢুকে গুন্ডা গিরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য গোটা এলাকা জুড়ে। এখন এই ঘটনায় পুলিশের কি ভূমিকা থাকে সেটাই দেখার বিষয়।

স্বামীর চারিত্রিক অধঃপতন সহ্য করেও একমাত্র সন্তানের জন্য লাঞ্চনার শিকার গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর : স্বামীর চারিত্রিক অধঃপতন সহ্য করেও একমাত্র সন্তানের জন্য আজ লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন গৃহবধূ। ওই ঘটনায় সোনামুড়া থানা দিন পূর্ব দুর্লভ নারায়ণ ৪ নং ওয়ার্ড এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ২০১০ সালে সম্পূর্ণ সামাজিক নিয়মে পূর্ব দুর্লভ নারায়ণ এলাকার বাসিন্দা স্বর্গীয় আব্দুল রশিদের ছেলে শামসুল হক (সুমন) এর সাথে বিয়ে হয় একই থানা এলাকার রবীন্দ্রনগর নিবাসী মৃত আব্দুল আজিজ এর মেয়ে শাহানা খাতুনের। অভিযোগ, বিয়ের পর কিছু সময় সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও ধীরে ধীরে স্বামীর চারিত্রিক অধঃপতন লক্ষ্য করতে থাকেন গৃহবধূ। কিন্তু একমাত্র কন্যা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কোন একদিন হয়তোবা শুধরে যাবে চরিত্রহীন স্বামী সেই আশাতে স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে থাকে সে।

কিন্তু অভিযোগ ২০১৯ সালে কালাপানিয়া এলাকার জেসমিন খাতুন নামে এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বহিরাজ্যে পাড়ি দেয় তার স্বামী। ঘটনায় বিস্তারিত জানিয়ে থানায় মামলাও করা হয় মামলা গড়ায় কোট পর্যন্ত। মাননীয় আদালত শাহানা খাতুন এবং তার একমাত্র কন্যা সন্তান পায়েল আক্তারের ভরণপোষণ দেওয়ার আদেশ দেন অভিযুক্ত স্বামী শামসুল হক সুমনকে। কিন্তু গৃহবধূর অভিযোগ আদালতের আদেশকো মান্যতা দিচ্ছে না তার স্বামী কোনভাবেই তাদেরকে সহায়তা করছে না সে বরং বহি রাজ্য থেকে একবার বাড়িতে এসে নাকি গৃহবদ্দুর উপর চড়াও হয় সুমন তাকে খুন করার ও চেষ্টা করে সুমন। মেয়ের কারণে বরাত বেঁচে যায় গৃহবধূ শাহেনা। বর্তমানে সহেনা শ্বশুরবাড়িতেই থাকছেন কিন্তু শ্বশুর বাড়ির কেউই তাকে কোন সহায়তা করছে না। তার বাবার বাড়ি থেকে পাঠানো অর্থ দিয়েই একমাত্র ১৩ বর্ষীয় কন্যাকে নিয়ে কোনক্রমে দিন যাপন করছে গৃহবধূ। অসহায় গৃহবধূ সর্বস্ব খুইয়ে এখন দ্বারস্ত হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের। কেননা আদালতের রায়ের সম্পর্কে পুলিশকে জানালেও পুলিশ বলে তার স্বামীর খোঁজ তারা দিতে পারবেন না।

তাই অসহায় গৃহবধূর সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে নিজের দুরবস্থার কথা বিবরণ করে এ থেকে পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজে দেয়ার আহ্বান জানান প্রশাসনের নিকট যেন একমাত্র কন্যা সন্তানকে নিয়ে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে কোনক্রমে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। সেই ব্যবস্থাটুকু করে দেওয়ার সুযোগ যেন প্রশাসন করে দেন।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা ব্যক্তিদের সংবর্ধনা প্রদান করছেন মেয়র দীপক মজুমদার।

গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা ও হয়রানির অভিযোগ এক্সিস ব্যাংকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর : এক্সিস ব্যাংকের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা ও হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে এক্সিস ব্যাংকে গ্রাহকরা তালা লাগানোর চেষ্টা করেছেন।সোনামুড়া ব্রিজ চৌমহনিস্থিত এক্সিস ব্যাংকের গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা ও হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, গ্রাহকরা অ্যাক্সিস ব্যাংকে নিজেদের স্বর্ণালংকার গচ্ছিত রেখে লোন নিয়েছিল। লোনের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে দেওয়ার পরও নাকি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের স্বর্ণালংকার ফিরিয়ে দিতে তাল বাহানা করছেন। সব পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার পর ওনাকে নগদ অর্থ চাইছেন গ্রাহকদের কাছ থেকে। এমনটাই অভিযোগ করেন এক গ্রাহক। দীর্ঘ তিন চার দিন যাবত ব্যাংকের দরজায় কড়া নাড়লেও কোন সুরাহা মেলেনি তাদের। তাই তারা আজ বাধ্য হয়ে ব্যাংকের শাটার ফেলে তালা লাগানোর চেষ্টা করে।এবিষয়ে ব্যাংক ম্যানেজার শিবায়ন করকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সঠিক কিছুই বলে উঠতে পারেননি কেবলমাত্র বলেন দ্রুত প্রবলেম সলভ করা হবে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এখন উক্ত ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে সোনামুড়া শহরে।

অজগর সাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর : ধ্বজনগর আসাম রাইফেল ক্যাম্পে উদ্ধার অজগর সাপ। অজগর সাপ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শুক্রবার সকালে টেপানিয়া ফরেস্ট রেঞ্জের কাছে খবর আসে ধ্বজনগর আসাম রাইফেল ক্যাম্পে একটি অজগর সাপ দেখা গেছে। তরিঘরি বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখানে গিয়ে বাউন্ডারির দেওয়াল থেকে প্রায় ৪০ কেজি ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক একটি অজগর সাপ উদ্ধার করে টেপানিয়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যায়।বাগমা ফরেস্ট বিট অফিসার কিশোর দেববর্মা জানান, অজগর সাপটিকে দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। আসাম রাইফেল ক্যাম্প থেকে অজগর সাপ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

জুবলি ফাউন্ডেশনের বরদান প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে প্রথমবারের মতো মৃতঅঙ্গ দান সংক্রান্ত কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: জুবলি ফাউন্ডেশন, নর্থ ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড এর সহযোগিতায়, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রকল্পের অধীনে মৃত অঙ্গ দান সংক্রান্ত প্রথম দুটি কর্মশালার সফল সমাপ্তি হয় বরদান (অধ্যায় ২)। যা ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে মেকানিক্যাল এবং সিএসই ব্যাচগুলির সাথে পরিচালিত হয়েছিল।

রাজ্যে মৃত অঙ্গ দান সম্পর্কে সচেতনতা এবং বোঝার প্রচারে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত হবে। প্রজেক্ট বড়দান, -নর্থ ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড এর একটি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি উদ্যোগ, ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে মৃত অঙ্গ দান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য নিবেদিত।

জুবলি ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য হল অঙ্গ দান সম্পর্কে এই অঞ্চলের কম সচেতনতা এবং গ্রহণযোগ্যতাকে মোকাবেলা করা এবং আরও বেশি ব্যক্তিকে অঙ্গ দাতা হিসাবে নিবন্ধন করার বিষয়টি বিবেচনা করতে অনুপ্রাণিত করা।

জুবলী ফাউন্ডেশনের সিইও মিসেস প্রিয়াঙ্কা বোরাহ, ত্রিপুরায় ভারদান প্রকল্পের সফল প্রবর্তনের জন্য তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, 'ত্রিপুরায় মৃত অঙ্গ দান নিয়ে প্রথম কর্মশালা পরিচালনা করা আমাদের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। আমাদের লক্ষ্য অর্থপূর্ণ কথোপকথন তৈরি করা এবং অঙ্গদান সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রাথমিক কর্মশালাগুলি রাজ্যে ভবিষ্যতের সচেতনতামূলক প্রচেষ্টার জন্য আরও কয়েকটি অতিরিক্ত কর্মশালা পরিচালনা করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে এই উদ্যোগ এবং অঙ্গদানের জীবন রক্ষার সম্ভাবনা সম্পর্কে আরও সম্প্রদায়কে অবহিত করা নিশ্চিত করা।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের তরফ থেকে স্বচ্ছতা হি সেবা স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের তরফ থেকে শুক্রবার স্বচ্ছতা হি সেবা স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করা হয়। এ উপলক্ষে এক রেলি অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সকলকে অংশগ্রহণ করতে যে আহ্বান জানিয়েছেন সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের তরফ থেকে রাজধানীর আগরতলা শহরে এক সচেতনতামূলক রেলি সংগঠিত করা হয়।

স্বচ্ছতা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার সকালে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে রেলিটি শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে ফিরে যায়। এদিন এই সচেতনতামূলক রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান।

খুমলুঙে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: আজ খুমলুঙে পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে সারা দেশের সাথে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন করা হয়। মাঙ্গলিক প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশ্ব পর্যটন দিবস অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই, সমবায় দপ্তরের নির্বাহী সদস্য অনন্ত দেববর্মা, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা, বিধায়ক পাঠানলাল জমাতিয়া, বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং, এমডিসি সওদাগর কলই, এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা, উপদেষ্টা ও প্রশাসন সংস্কার কমিটির সদস্য বিজয় কুমার রাঙ্খল প্রমুখ।উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া, পর্যটন দিবস উৎযাপন এর মূল লক্ষ্য পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করে নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষনা-বেক্ষণ বিষয়ে সচেতন হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজনদের অগ্রহী করে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন।

২৯ সেপ্টেম্বর ফোরাম ফর প্রোটেকশান অফ মাইনোরিটিস ইন বাংলাদেশ সংগঠনের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর:বাংলাদেশে প্রবাহমান ঘটনা নিয়ে ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিক উদ্বিগ্ন। রাজ্যের বরিস্ট সাংবাদিকগণ এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ এ ব্যাপারে নজর রেখে চলেছে এবং অবিলম্বে বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বন্ধের আবেদন জানিয়ে সংগঠন তৈরি করেছে।

ফোরাম ফর প্রোটেকশান অফ মাইনোরিটিস ইন বাংলাদেশ নামে এই সংগঠন আগামী দিনে যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চলবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

আগামী ২৯ শে সেপ্টেম্বর আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। পরবর্তী কর্মসূচি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ডঃ ইউনুসের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারি হাইকমিশনের মাধ্যমে কাছে স্মারকলিপি প্রদান করবে।

আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি সুবল কুমার দে, সম্পাদক পূর্ণেন্দুকান্তি দাশ , আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহু প্রতীক্ষিত বার্ষিক জুয়েলারী প্রদর্শনীর ২২তম সংস্করণ। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করছে শারদীয়া ''স্বর্ণ সম্ভার ২০২৪''- যা চলবে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত। শারদীয়া ''স্বর্ণ সম্ভার'' হল ত্রিপুরার সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহু প্রতীক্ষিত গহনা প্রদর্শনী যা এবার ২২ বছরে পা রাখতে চলেছে।

এই বিশেষ সংস্করণের নানা সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে ডিজাইনার হাতে তৈরি সব গয়না, ঐতিহ্যবাহী এবং ট্রেন্ডি বিয়ের গহনা, সাশ্রয়ী মূল্যে হিরের গহনা, গ্রহরত্ন এবং মূল্যবান পাথরের জমকালো সংগ্রহ এবং গ্রাহকদের জন্য থাকছে অনেক আকর্ষণীয় অফার ও ড্র। নিশ্চিত উপহার-প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার।

৩৫০ টাকা ছাড় :সোনার গয়না কেনাকাটায় প্রতি গ্রামে থাকছে ৩৫০ টাকা ছাড়।৭৫% ছাড় :যেকোনো হিরের গয়নার

মজুরিতে থাকছে ৭৫% ছাড়। ১৫% ছাড় :গ্রহরত্ন-এর এমআরপিতে থাকছে ১৫% ছাড়।প্রতিদিন লাকি ড্র : ডেইলি লাকি ড্র-এ স্বর্ণ মুদ্রামেগা ড্র :৩ টি স্কুটি (শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ও চমকভরা ধনতেরাসে মিলিতভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হবে) এছাড়াও অন্যান্য যেসব সুবিধা আর পরিষেবা সারাবছর থাকে- যেমন পুরানো সোনার গয়না বদল করে নতুন গয়না নেওয়ার সুবিধা (যেকোনো হলমার্ক সোনার গয়নায় ১০০% ফেরত মূল্য) এবং সোনায় সোহাগা (গহনা কেনার জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম) এর মতো প্রকল্প । সব মিলিয়ে, শারদোৎসবের প্রাক্কালে একটি বিশেষ উপহারের মোড়কে এই ''স্বর্ণ সম্ভার'' পেশ করা হচ্ছে - যা সংস্থার প্রতিশ্রুতির প্রতীক। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রেস প্রিভিউতে সোনা ও হিরের গহনার উৎসব সংগ্রহের উন্মোচন করেছেন টলিউড অভিনেতা সোহম ও সংস্থার দুই ডিরেক্টর অর্পিতা এবং রূপক সাহা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সোহম বলেন "শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ২০২৪ এর উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুব খুশী এবং সবাইকে শারদীয়ার অগ্রিম অভিনন্দন জ্জ''শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, 'আমাদের এই প্রাক পুজা উপস্থাপনা ''স্বর্ণ সম্ভার'' এবার বাইশ বছরে পড়ল। গহনার নকশা এবং কারুকার্যের সূক্ষ্মতা, এক্সক্লুসিভ কালেকশন- এসব দিক দিয়ে বিচার করলে এবছর এটা আরও স্পেশাল। তাছাড়া আকর্ষণীয় সব অফার তো আছেই।' শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'আমরা এই বাইশতম বর্ষের ''স্বর্ণ সম্ভার'' আমাদের ক্রেতা বন্ধুদের উৎসর্গ করছি। তাঁদের সমর্থন এবং উৎসাহ ছাড়া এতদূর এগোনো সম্ভব হত না। গহনার ডিজাইন নিয়ে তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করার চেষ্টা আমরা সব সময়ই চালিয়ে যাব। সেই সঙ্গে ন্যায্য মূল্যে সেরা জিনিসটি তুলে দিতেও আমরা বদ্ধপরিকর।'

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।